NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রবল ব্যক্তিত্বই তাঁর উপেক্ষার আধার হয়ে উঠেছে!

হাইকোর্ট স্বস্তি পেলেন না অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পরের শুনানি বুধবার ৭

কলকাতা ২৮ মার্চ ২০২৪ ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৮৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.3.2024, Vol.17, Issue No. 285, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

টার্গেট পূরণ না হলে সরতে হবে! সতর্ক করলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে জয়ের টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেই টার্গেট পূরণ না হলে কাউন্সিলর এবং ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা। পদ থেকে তাঁদের সরিয়েও দেওয়া হতে পারে। লোকসভা ভোটের রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি বৈঠকে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে বসিরহাটের সভাতেও তাঁর মুখে 'টার্গেটে'র কথা শোনা গিয়েছিল। বুধবার বিষ্ণুপুরের আমতলায় ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার কার্যকর্তাদের নিয়ে প্রথম বৈঠক সারেন অভিষেক। বৈঠকে সাংসদ মনে করিয়ে দেন, এবার তাঁর ভোটে জেতার ব্যবধান অন্তত চার লক্ষ হতে হবে। দলীয় কর্মীদের তাঁর নির্দেশ, এতো উন্নয়ন ও পরিষেবা দেওয়ার পরও ২০১৯-লোকসভা এবং ২০২১-এক বিধানসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার যে বুথগুলিতে তৃণমূল লিড পায়নি সেই বুথগুলিতে আরও জোর দিতে হবে। কেন সেখানে তৃণমূল হারল তা মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে হবে। মানুষের সমস্যার সমাধান করতে হবে। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সাংসদ নিজে আমজনতার জন্য যে সমস্ত কাজ করেছেন সেগুলো মানুষকে বার বার করে বলতে হবে, পরামর্শ অভিষেকের। যে চারটি ওয়ার্ডের ফল খারাপ হয়েছে সেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলিতে আরও বেশি করে নেতাকর্মীদের মানুষের দরজায়-দরজায় যেতে হবে। মানুষের কথা শুনতে হবে। এই সমস্ত বুথ ও ওয়ার্ডগুলোতে কেন তৃণমূল দুর্বল, সে ব্যাপারে মানুষের কাছে জানতে হবে বলে জানান অভিষেক। এর পরই কড়া ভাষায় অভিষেক জানান, কোনও ওয়ার্ডে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল লিড না পেলে তার দায়িত্ব নিতে হবে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং প্রেসিডেন্টদের। তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এমনকী, তাঁদেরকে পদ থেকে সরেও যেতে হবে।

জামিন তাপস মণ্ডলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড় মোড়। জামিন পেলেন প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত তাপস মণ্ডল। ইডির মামলায় পিএমএলএ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেছিলেন তাপস। বুধবার প্রোডাকশন ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে তাপসকে ইডি আদালতে পেশ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এদিন তাপসের জামিনের আর্জি মঞ্জুর করেছেন বিচারক। ১০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে তাপস মণ্ডলকে। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার জাল কতদূর ছড়িয়ে রয়েছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য খুঁজতে জোরকদমে আসরে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।

অল্পের জন্য রক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুটি বিমান। বুধবার ভোরে কলকাতা বিমানবন্দরের রানওয়েতে বিপজ্জনকভাবে কাছে চলে এসেছিল দুটি বিমান। আঘাতও লাগে ইন্ডিগোর দ্বারভাঙাগামী বিমানের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার মালবাহী একটি বিমানের। সংঘর্ষে দুটি বিমানের ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিকভাবে দুটি বিমানকে বাতিল করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কীভাবে ঘটে গেল দুর্ঘটনা, তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রের অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা ডিজিসিএ।

বিস্তারিত তিনের পাতায়

ইডির বাজেয়াপ্ত করা ৩ হাজার কোটি টাকা গরিবদের বিতরণ করবেন মোদি!

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়কে ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাঁচ মিনিটের ওই কথোপকথনে প্রধানমন্ত্রী জানান, ইডির বাজেয়াপ্ত করা অর্থ গরিবদের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা করবেন।

মঙ্গলবার রাতে কৃষ্ণনগরের রাজমাতা অমৃতাকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, বাংলায় ইডি যে অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে, সেটা যাতে গরিবদের কাছে যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কাজ করছেন। এ জন্য আইনি বিকল্পগুলি কী কী রয়েছে, তা দেখছেন। বিজেপি প্রার্থীকে ফোনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এক দিকে বিজেপি দেশে দুর্নীতিকে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, সমস্ত দুর্নীতিবাজ একে অপরকে বাঁচাতে এক হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী 'আস্থা' প্রকাশ করে বিজেপি প্রার্থীকে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে।' তিনি অমৃতার ভোটপ্রচার কেমন চলছে জানতে চান। তার পর অমৃতাকে বলেন, 'আপনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এবং রাজপরিবারের ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।' তখন অমৃতা অনুযোগ করে বলেন, 'কৃষ্ণনগর রাজপরিবারকে নিয়েও অপপ্রচার করছে ওরা। আমাদের 'গদ্দার' ভাবা হচ্ছে। আমরা এত দানধ্যান করেছি। সনাতন হিন্দু ধর্ম রক্ষা করার চেষ্টা করেছি...।' তখন ফোনের অপর প্রান্ত থেকে মোদি বলেন, 'আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। এই যে তিন হাজার কোটি টাকা যা বাজেয়াপ্ত হয়েছে, সেগুলো আমি গরিব এবং বঞ্চিতদের মধ্যেই বিতরণ করতে চাই।' কৃষ্ণনগর থেকে বিজেপি অমৃতাকে প্রার্থী

করার পর কটাক্ষ করে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছিলেন, 'পরাধীন ভারতে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার। নবাব সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের লড়াইয়ের সময়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল কৃষ্ণনগরের রাজপরিবার।' ওই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন অমৃতা। কৃষ্ণনগরের রানিমা অভিযোগ করেন রাজপরিবারের ইতিহাস বিকৃতভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন সময়ে ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল রাজপরিবারকে। রাজনীতি করার জন্য তা এখন বিকৃত করা হচ্ছে।

অমৃতার অনুযোগ শোনার পর মোদি বলেন, 'আপনি মানুষকে অবশ্যই বলবেন যে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। উনি বলেছেন, যে তিন হাজার কোটি টাকা ইডি বাজেয়াপ্ত করেছিল, তা বাংলার গরিবদের টাকা। সেই টাকা আবার তাঁদের ফেরত দেওয়ার জন্য আইনি পরামর্শ করছেন। বাংলার মানুষ যেন সেটা বিশ্বাস করেন।' এর পর বিজেপি প্রার্থীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনি জিতে আসুন। দেখা হবে। জেতার পর প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগরে কী করতে হবে, সেটা তৈরি করে রাখুন। আমরা সাহায্য করব। যে কাজ ভারত সরকারকে করতে হবে, তা দ্রুত শেষ করার জন্য চেষ্টা করবো।'

মমতার কৃষ্ণনগরের সভার আগেই মহুয়াকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের আগে অস্বস্তিতে তৃণমূল। এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দপ্তরে ডাক পড়ল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের। বিদেশি মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় তাঁকে তলব করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রের খবর। সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছে আগেই, এবার ডাক এল ইডির তরফ থেকে। আগামী ১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন, পুরোদমে প্রচার শুরু করেছেন প্রার্থীরা, তারই মধ্যে ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয় মহুয়াকে। ইডি সূত্রে খবর, শুধু মহুয়া নয়, ডাক পড়েছে ব্যবসায়ী দর্শন হিরানন্দানিরও।

এদিকে মহুয়া মৈত্রের কেন্দ্র অর্থাৎ কৃষ্ণনগর থেকেই লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩১ মার্চ ওই কেন্দ্রে কর্মসূচিও নির্ধারিত হয়েছে ইতিমধ্যে। এদিকে তারই ঠিক আগে আগামী ২৮ মার্চ অর্থাৎ আজই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে মহুয়াকে। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে মহুয়ার বিপক্ষে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন, কৃষ্ণনগরের 'রানি মা' তথা অমৃতা রায়। এর আগে গত

১১ মার্চ মহুয়াকে হাজিরার নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় হাজিরা দেওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন মহুয়া। এবার তাঁকে তলব করা হল।

উল্লেখ্য, দর্শন হিরানন্দানি বিদেশ থেকেই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিলেন যে মহুয়া তাঁর কাছ থেকে টাকা ও দামী উপহার গ্রহণ করেছিলেন। এই অভিযোগের জেরেই সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল মহুয়া মৈত্রকে। এথিক্স কমিটির পরামর্শেই বহিষ্কারের নির্দেশ দেন স্পিকার। তারপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে আবারও প্রার্থী হবেন মহুয়া। প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায়, কৃষ্ণনগর থেকেই টিকিট পেয়েছেন মহুয়া। প্রচারের মধ্যেই গত শনিবার কলকাতায় মহুয়ার বাবার ফ্ল্যাট, করিমপুরে মহুয়ার বাড়ি ও তাঁর কার্যালয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআই। তবে, তৃণমূলের দাবি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই কাজ করানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপিকে বিদ্ধ করে জানানো হয়, 'মোদি বুঝতে পারছেন যে বিজেপির পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই এসব করানো হচ্ছে।'

নারদ: ফের ম্যাথুকে তলব করল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারদ মামলায় ম্যাথু স্যামুয়েলকে আবারও তলব করল সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, ৪ এপ্রিল নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে তাঁকে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে নারদকাণ্ডে ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এর প্রত্যুত্তরে সিবিআইকে ম্যাথু স্যামুয়েল জানিয়েছেন, কলকাতায় যাতায়াত ও হোটেল খরচ না দিলে যাওয়া সম্ভব নয়। একইসঙ্গে তিনি এই তলব নিয়ে জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচনের মুখে এভাবে তলব 'পলিটিক্যাল ড্রামা' ছাড়া আর কিছুই নয় বলেও জানিয়েছেন ম্যাথু। প্রসঙ্গত, মাস তিনেক আগেও

একবার ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করা হয়েছিল। এই মামলায় সিবিআই-এর হাতে বেশ কিছু নতুন তথ্য প্রমাণ আসে। সেই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তলব করা হয়েছিল ম্যাথু স্যামুয়েলকে। কিন্তু সেবারও হাজিরা এড়িয়েছিলেন ম্যাথু। তিনি সেবারও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর যাতায়াত ও কলকাতায় থাকার খরচ বহন করতে হবে সিবিআই-কে। লোকসভা নির্বাচনের মুখে তাঁকে আবারও তলব করা হয়েছে। এবার দেখার তিনি হাজিরা দেন কিনা। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় করে প্রকাশ্যে এসেছিল নারদ স্টিং অপারেশনের ফুটেজ। নারদ নিউজ যে ভিডিও প্রকাশ্যে এনেছিল, তাতে দেখা যাচ্ছিল, রাজ্যের হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রীরা টাকা নিচ্ছেন। এই ঘটনায় একটি মামলাও হয়। এদিকে সেই মামলায় যাঁদের দেখা গিয়েছিল তাঁদের অনেকেই এখন বিরোধী শিবিরে।

কুরুচিকর মন্তব্যের জের, কমিশনের চিঠি দিলীপকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে মঙ্গলবারই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চিঠি দিয়ে দিলীপ ঘোষকে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। কারণ দর্শাতেও বলা হয়েছে দলের বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনের প্রার্থীকে। সেই নির্দেশ মেনে দিলীপ বুধবার প্রকাশ্যে তাঁর মন্তব্য নিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। এর পরে নির্বাচন কমিশনও দিলীপকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠাল। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'আমি নির্দেশ মতো দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সাংবিধানিক রীতিকে মর্যাদা দিয়ে কমিশনকে জবাব দেব।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের প্রার্থী কীর্তি আজাদকে আক্রমণ করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন দিলীপ। তিনি বলেন, 'বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে দিদি গোয়াতে গিয়ে বলেন গোয়ার মেয়ে। ত্রিপুরাতে গিয়ে বলেন ত্রিপুরার মেয়ে।' এর পরেই তিনি মমতার উদ্দেশে তাঁর পিতৃপরিচয় নিয়ে কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। দিলীপের মঙ্গলবার সকালের বক্তব্যের পাল্টা প্রচার শুরু করে তৃণমূল। নির্বাচন কমিশনে নালিশও জানায়। তার পরেই মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চিঠি পান দিলীপ। যেখানে বলা হয়েছে, 'মাননীয় দিলীপ ঘোষ, আপনার আজকের বক্তব্য অশোভনীয় এবং অসংসদীয়। ভারতীয় জনতা পার্টির নীতির পরিপন্থীও। দল এই বক্তব্যের নিন্দা করছে। সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার নির্দেশানুসারে আপনি যত দ্রুত সম্ভব আপনার আচরণের ব্যাখ্যা দিন।' প্রসঙ্গত, গত বিধানসভা নির্বাচনেও দিলীপের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছিল কমিশন। ৪৮ ঘণ্টার জন্য তাঁকে প্রচার বন্ধ রেখে বাড়িতে বসে থাকতে হয়েছিল। নীলবাড়ির লড়াইয়ের মতো দিল্লিবাড়ির লড়াইয়েও দিলীপকে নিয়ে বিতর্কে শুরু হয়ে গিয়েছে। মুখে স্বীকার না করলেও পর পর দুই চিঠিতে অনেকটাই যে চাপে দিলীপ, তা মানছেন দলের অনেকে।

প্রথম দফার ভোটের কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিন্যাস জানাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন ১৯ এপ্রিল: থেকে ভারতজুড়ে শুরু হচ্ছে সাত দফায় লোকসভা নির্বাচন। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় বাংলার ভোটযাত্রা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গের হাত ধরেই। ১৯ এপ্রিল ভোট রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারে। এরইমধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আরও তৎপর হতে দেখা গেল নির্বাচন কমিশনকে। সূত্রের খবর, আগামী ১ এপ্রিল রাজ্যের এসে পৌঁছবে আরও ২৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যে প্রথম দফার জন্য ইতিমধ্যেই ২৫ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন।

প্রথম দফার ভোটে উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় কত বাহিনী থাকবে তাও ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, কোচবিহার থাকবে ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৬ কোম্পানি বাহিনী থাকবে আলিপুরদুয়ারে। জলপাইগুড়িতে মোতায়েন থাকবে ৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এ ছাড়াও শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ২ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করছে কমিশন।

প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে কমিশন। আর লোকসভা ভোটের আবহে বাংলায় আসার কথা রয়েছে ৯২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত রায়গঞ্জে বিজেপির অস্ত্র রাজবংশী ভোট

শুভাশিস বিশ্বাস

একদা বাম-কংগ্রেসে শক্তঘাঁটি রায়গঞ্জ এখন বিজেপির দখলে। তবে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন আর নবজোয়ার যাত্রায় ইটাহারে জনসমাগম এবার কোথাও একটা রায়গঞ্জ জয়ে আশা দেখাচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্বকে। ফলে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র এবার তৃণমূল কংগ্রেস চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ছে বিজেপিকে। এদিকে রাজবংশী ফ্যাক্টরকে সামনে রেখে এখানে ঘুঁটি সাজাচ্ছে বিজেপি। প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির আবেগকে সামনে রেখে লড়াইয়ে দীপা দাশমুন্সিও। বিগত লোকসভা নির্বাচনগুলোয় বাম-কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিজেপিকে রায়গঞ্জের মানুষ হাত ভরে ভোট দিলেও মেটেনি তাঁদের সমস্যা। নেই পর্যাপ্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সড়কের অবস্থাও তথৈবচ। আয়ের উপায় বলতে শুধুমাত্র চাষবাস। শিল্পের দেখা নেই। ফলে ২০২৪-এ রায়গঞ্জে নতুন কোনও ইতিহাস রচনা হবে কি না সেদিকে তাকিয়ে বঙ্গ রাজনীতিবিদরা।

১৯৯২ সালের ১ এপ্রিল পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উত্তর দিনাজপুর। মূলত, রায়গঞ্জ সদর মহকুমা ও ইসলামপুর মহকুমা নিয়ে গঠিত। জেলার সদর শহর হল রায়গঞ্জ। জেলার মোট ৮টির মধ্যে ৭টি বিধানসভা নিয়ে এই কেন্দ্র। সাতটি বিধানসভা হল রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, করনদিঘি, চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর, ইসলামপুর। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে পদ্মের দাপট থাকলেও ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মের সে দাপট একেবারেই ধরা পড়েনি। ৭টির মধ্যে রায়গঞ্জ ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় বিজেপির টিকিটে জয় পান রায়গঞ্জের কৃষ্ণ কল্যাণী ও কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায়। পরবর্তী কালে তৃণমূলে যোগ কৃষ্ণ কল্যাণী এবং সৌমেন রায় দুজনেই। ফলে বিধানসভার নিরিখে ফল দাঁড়ায় ৭-এ ৭। যদিও ফেব্রুয়ারির শেষে ঘর ওয়াপসি হয় সৌমেনের।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে রায়গঞ্জ-র মোট ভোটদাতার সংখ্যা হল ১৬,০১,২২০। ২০১৯-এ ভোট পড়েছিল ৭৯.৭৬ শতাংশ। তবে রায়গঞ্জ লোকসভা নির্বাচনে একটা বড় ফ্যাক্টর নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কারণ, সমীক্ষা বলছে, রায়গঞ্জে বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০১ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৫৬ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০২ শতাংশ, মুসলিম ৪১.৭ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৯.৩ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৫ শতাংশ। এক সময় রায়গঞ্জ লোকসভা কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল। ২০০৪ সালে নিকটতম প্রার্থী সিপিআইএমের মিনতি ঘোষকে হারিয়ে সাংসদ হন প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি। ২০০৯ সালে

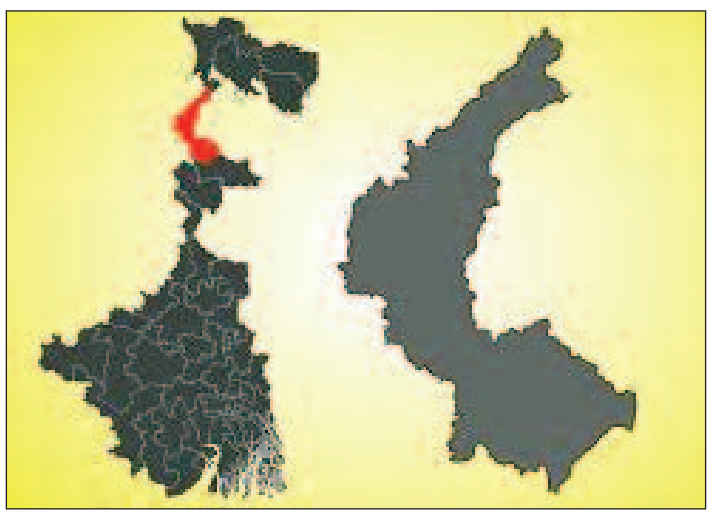

প্রিয়রঞ্জন অসুস্থ হলে তাঁর স্ত্রী দীপা দাশমুন্সি কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে সিপিএম প্রার্থীকে হারিয়ে সাংসদ হন। তবে ২০১৪ সালে প্রথম নিজেদের গড় হাতছাড়া হয় কংগ্রেসের। সেই বছর কংগ্রেসের দীপাকে হারিয়েই জয়ী হন সিপিএমের মহম্মদ সেলিম। ২০১৪ সালে যখন মহম্মদ সেলিম জেতার পর অনেকেই মনে করেছিলেন উত্তরবঙ্গে অক্সিজেন পাবে বাম সংগঠন। কিন্তু বামেদের যে জেলা সম্পাদক ভিত্তিক সংগঠনের কাঠামো ছিল তা কার্যত ভেঙে যায়। এই সুযোগে ২০১৭ সালে পুরভোটে কার্যত একচেটিয়া ভোট করায় তৃণমূল। সব ওয়ার্ড দখল করে তারা। অভিযোগ ওঠে মারাত্মক সন্ত্রাস হয়েছিল পুর নির্বাচনে। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারায় ফুঁসছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। আমজনতার সেই 'রাগ' প্রতিফলিত হয় ২০১৯ সালের ভোটবাক্সে। ৫৭ বছরের ইতিহাস ওলটপালট করে দিয়ে বিজেপির দেবশ্রী চৌধুরী এই সংখ্যালঘু লোকসভা আসন থেকে ৫১ হাজারের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হন। এই নির্বাচনেই কংগ্রেস প্রার্থী দীপা দাশমুন্সি ভোট অঙ্কের নিরিখে চলে যান চতুর্থ স্থানে। আর তৃতীয় স্থানে থাকেন সিপিএমের মহম্মদ সেলিম। আর দ্বিতীয় স্থানে চলে আসে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

এরপর ২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বেশ কিছুটা হলেও ব্যাকফুটেও চলে গেলেও গত বছর কালিয়াগঞ্জে নাবালিকার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। ওই ইস্যুতে কালিয়াগঞ্জ থানায় অগ্নি সংযোগ, ভাঙচুর আন্দোলনের জেরে রাধিকাপুরে এক বিজেপি কর্মীর পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগের ঘটনায় ফের কিছুটা মাইলেজ যে বিজেপি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে সব সমীকরণ উল্টেপাল্টে দিতে পারে বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার স্ট্র্যাটেজি। এদিকে আবার রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে ভূমিপুত্র ইউনাইটেড পার্টি (বিইউপি)। এদিকে আবার কামতাপুরী-রাজবংশী সংগঠনেরও রাজ্য কমিটির সদস্য তিনি। ২০২৪-এর নির্বাচন নিয়ে রমেশের বক্তব্য, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে ভূমিপুত্রদের কথা কোনও রাজনৈতিক দল ভাবছে না। রাজবংশী সমাজ, শেরশাবাদিয়া, আদিবাসী সমাজ পিছিয়ে পড়ছে। তৃণমূল ও বিজেপি দুই ভাই হয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করেছে। বিইউপি প্রার্থীর সংযোজন, রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরী পাঁচ বছরে রাজবংশীদের জন্য কোনও কাজ করেননি। দলবদলু কৃষ্ণ কল্যাণীকে এবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এই দুই দলকে তাই রাজবংশী, আদিবাসী, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ভালো ভাবে নেবেন না। ফলে রাজবংশী, আদিবাসী, শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভোট ভাগ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

উল্টোদিকে, বিজেপির প্রার্থী কার্তিক চন্দ্র পাল মনে করেন, এবারের লড়াইটা কংগ্রেসের সঙ্গে হবে। তৃণমূলের সঙ্গে নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর এও দাবি, 'তৃণমূলের বেশ কিছু নেতাকর্মী আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন। আমাকে ভালবাসেন। তাঁদের দেহটা ওখানে থাকলেও মনটা আমার দিকে আছে।' সঙ্গে সংযোজন, দীর্ঘদিন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার দায়িত্বে থাকা তাঁর কাছে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ হবে। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে বিজেপির বিদায়ী সাংসদ দেবশ্রী চৌধুরীকে প্রার্থী হিসেবে মানতে নারাজ ছিল জেলা বিজেপি নেতৃত্বের একাংশ। সেক্ষেত্রে নতুন প্রার্থী কী চমক দেখাবেন, অপেক্ষায় রায়গঞ্জবাসী। অপরদিকে, নিজেদের গড় ধরে রাখতে ময়দানে নেমেছে কংগ্রেসও। হাল ছাড়তে নারাজ সিপিএমও। ফলে শেষ জয়ের হাসি কে হাসবে তা সময়ই বলবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৩৪ নং এফিডেভিট বলে Sudarsan Kalya S/o. Jiban Krishna Kalya ও Sudarsan Koley S/o. Lt. J. K. Koley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৩/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯ নং এফিডেভিট বলে Sekh Salamuddin S/o. Akbar Ali ও Sk Salamuddin S/o. Akbar Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৯৮৩ নং এফিডেভিট বলে Susanta Som S/o. Gour Chandra Som ও Susanta Kr. Shome, Sushanta Som S/o. G. Ch. Shome, Gaurchandra Som সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২০০ নং এফিডেভিট বলে Monojit Singha Roy S/o. Sribash Kumar Singha Roy ও Monojit Singharoy S/o. S. Singharoy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৯৬ নং এফিডেভিট বলে Sanat Ghosh ও Sanat Kr. Ghosh S/o. Manoranjan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৯৭ নং এফিডেভিট বলে Mahadev Ladge ও Mahadeb Ladge S/o. Gobarddhan Ladge সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২০১ নং এফিডেভিট বলে Kamal Kanti Chanda S/o. Kumud Ranjan Chanda ও Kamal Chanda S/o. K. Chanda সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

ফ্ল্যাট নং : বি-৩/৭, ২৪, ম্যান্ডেভিল গার্ডেন, কলকাতা -৭০০০১৯ সম্পর্কিত এম.সি. দাস এর আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) যদি থাকে, কে উপরোক্ত ঠিকানায় সেক্রেটারি, গ্রীন ল্যান্ড কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেডের অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে, উল্লিখিত সম্পত্তির আইনি অধিকারের মূল প্রমাণ/নথিপত্র সহ।

CHANGE OF NAME

I, SMRUTI REKHA JENA, Wife of Purusottam Jena, aged about – 43 years, residing at Bank of India Staff Quarter, Selimpur Road, Dhakuria, Kolkata – 700031, the actual spelling of my name is SMRUTI REKHA JENA, which had been already recorded in my PAN and Aadhaar – issued by the competent Government Authority. That in my Passport, being No. M9628294, issued by the Regional Passport Office Kolkata, wherein spelling of my name was inadvertently written as SMRUTIREKHA JENA instead of my actual spelling SMRUTI REKHA JENA. That by virtue of an Affidavit, dated 27/3/2024, vide No. 16097, sworn before the Notary Public Jebunnesa (Khatun) Alam, at Barasat, whereby I have declared that SMRUTI REKHA JENA and SMRUTIREKHA JENA are the same and one identical Person.

নোটিস

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রহমাতুল্লা মণ্ডল, পিতা-ইছা আলি মণ্ডল, সাং-সূর্য্যপুর, থানা-বারুইপুর, জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, গত ইংরাজী ২৩/০২/২০২৪ তারিখে ১৬৬২ নং দলিলে আলিপুর মৌজায় এল.আর. ১৫৪৫ নং খতিয়ানে ২১০৮ নং দাগে ২.২৫ শতক জমি আমমোক্তার তৌসিফ আহমেদ মোল্লা নিকট হইতে খরিদ করেন। এক্ষনে আমি উক্ত জমি B.L. & L.R.O. তে রেকর্ডভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছে। যাহার কেস নং MN/2024/1601/4581।

Sd/-
Gurudas Naskar
Advocate
Baruipur Civil & Criminal Court
Ent. No. - F1258/08

নোটীশ

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে ১) সৌম্যদীপ রায় পিতা-ঁশান্তশীল রায় ২) সুতপা ঘোষ পিতা-ঁশান্তশীল রায় সাং ও পোঃ- কিয়াবনী থানা- গড়বেতা জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর মহাশয়গন পিতার ওয়ারীশসূত্রে প্রাপ্তঅংশ মাতা দিপালী রায় স্বামী- ঁশান্তশীল রায় সাং ও পোঃ- কিয়াবনী থানা- গড়বেতা জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়াকে আমোক্তানামা যাহার নং আই.ভি ৫১/২০০৪ তাং ২১/১২/২০০৪ এ.ডি.এস.আর গড়বেতা মূলে হস্থান্তর করিবার অনুমতি সহ সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে কারো যদি কোনো আপত্তি থাকে অত্র নোটীশের ৭ দিনের মধ্যে বি.এল.আর. ও গড়বেতা-৩ মোকামে সমস্ত কাগজপত্র সহ জানাইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

তপশীল

মৌজা- কিয়াবনী, জে. এল. নং-৬৫৯, খতিয়ান নং- ২৩১, দাগ নং-৩১৬, পরিমান- ৭.২৫ ডেঃ মধ্যে প্রাপ্ত অংশ।

Jayanta Singh
Advocate
F-1787/2008

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ৯২/২০১৮

বিষ্ণুপদ ব্যানাজী

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, বিষ্ণুপদ ব্যানার্জী, পিতা- ঁনারায়ণ ব্যানার্জী, সাং ৬৫/১/এ পি.এন.এম রোড কলি-৫৬, থানা- বেলঘরিয়া তাহার ভ্রাতা ঁসমীর কুমার বন্দোপাধ্যায়, পিতা- ঁনারায়ণ দাস বন্দোপাধ্যায়, সাং হাটখোলাপাড়া, পোঃ গুপ্তিপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী-ত্যক্ত পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক গুপ্তিপাড়া শাখায় গচ্ছিত ২,৬৮,৫৬৬.৩৭ টাকা সুদসহ, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক, গুপ্তিপাড়া শাখায় গচ্ছিত ১,৪৬,৫৪০/- টাকা সুদসহ, গুপ্তিপাড়া পোষ্টি অফিসে গচ্ছিত ৩টি ন্যাশানাল সেভিংস সার্টিফিকেট বাবদ ৩০,০০০/- টাকা সুদসহ পাইবার জন্য সাকশেসান সার্টিফিকেটে'র দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে মাননীয় আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় উপরোক্ত কেসের একতরফা শুনানী হইবে।

নেপাল চন্দ্র সেন
দরখাস্তকারী পক্ষের
উকিলবাবু

অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং,
Sheristader
District Delegate, Hooghly

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে মার্চ, ১৪ ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার। তৃতীয়া তিথী, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তোরী রাহুর মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ দিনটি অতীব শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। কোনো সুখ বর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন, পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো।

মিথুন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আগামীকাল সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আগামীকাল ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভুত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আগামীকাল ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নম

ধনু রাশি : বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : হঠাৎ করে অর্থ ক্ষতি। সচেতন থাকা শুভ। আজ তর্ক বিতর্কে গেলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা। বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র।

মীন রাশি : আজ অতীব শুভ যোগ। পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌড় বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে পাঠানো শুরু হয়েছে অন্য রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে অন্য রাজ্যে পাঠানো হবে। মধ্যপ্রদেশে লোকসভা নির্বাচনের জন্য আপাতত এ-রাজ্যের ৫ কোম্পানি সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুর সশস্ত্র পুলিশ ব্রিগেড থেকে ৫ কোম্পানি বাহিনী সেখানে পাঠানো হচ্ছে। আগামী ৮ এপ্রিল থেকে তারা মধ্যপ্রদেশে কাজ করা শুরু করে দেবে।

অন্যদিকে, রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ১০ কোম্পানি বাহিনী ছত্তিশগড়ে পাঠানো হচ্ছে। এই ১০ কোম্পানি বাহিনীর মধ্যে ব্যারাকপুর সশস্ত্র পুলিশ ব্রিগেড থেকে ৫ কোম্পানি, উত্তরবঙ্গ সশস্ত্র পুলিশ ব্রিগেড থেকে ২ কোম্পানি, ইএফআর ব্রিগেড থেকে ১ কোম্পানি, কলকাতা পুলিশ থেকে ২ কোম্পানি বাহিনীকে ছত্তিশগড়ে লোকসভা নির্বাচনে কাজে লাগানো হবে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে ওই ১০ কোম্পানি বাহিনী সেখানে কাজ শুরু করে দেবে।

ভিন রাজ্যে মোতায়েন হতে চলা পুলিশ বাহিনীর উদ্দ্যেশ্যে কমিশনের তরফে বেশ কিছু নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক অফিসারকে ৯ এমএম পিস্তল ও কনস্টেবলদের এসআলআর ও ইনসাস রাইফেল সঙ্গে রাখতে বলা হয়েছে।

প্রথম দফার ২৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার নির্বাচনে জন্য এখনো পর্যন্ত ২৮ টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এরমধ্যে কোচবিহারে মোট ১০টি। এই দুটির মধ্যে কংগ্রেস একজন একটি বিজেপি একটি ফরওয়ার্ড ব্লক একটি। অন্যান্য একটি এবং নির্দল ছ'টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। আলিপুরদুয়ারে জমা পড়েছে ৮ টি মনোনয়নপত্র।

এরমধ্যে বহুজন সমাজ পার্টি একটি, বিজেপি একটি, তৃণমূল কংগ্রেস একটি, অন্যান্য পাঁচটি। দশটি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে জলপাইগুড়িতে। এর মধ্যে বহুজন সমাজ পার্টি একটি, বিজেপি একটি, সিপিআইএম একটি, তৃণমূল কংগ্রেস একটি, অন্যান্য দুইটি নির্দল চারটি।

এদিকে ভিজিলের মাধ্যমে বুধবার পর্যন্ত অভিযোগ জমা পড়েছে ১,২৩৫টি। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ১,০২৯। এদিকে কোচবিহার সংসদীয় কেন্দ্রে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে, আলিপুরদুয়ারে ৯ কোম্পানি এবং জলপাইগুড়িতে মোতায়েন রয়েছে ১১কোম্পানি। এখনো পর্যন্ত নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে ৬ কোটি ৯৫ লাখ।

বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি সেচ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার মরশুম শুরু হওয়ার আগেই বন্যা নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় প্রস্তুতি সেড়ে রাখতে সেচ দপ্তর জেলাগুলিকে নির্দেশ দিয়েছে। পয়লা জুনের মধ্যে বাঁধ মেরামতি, স্লুইস গেট নির্মান ও সংস্কার, সেচ খালগুলি থেকে পলি তোলার মতো যাবতীয় কাজ সেরে ফেলতে বলা হয়েছে। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে এই খাতে ৬৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ষার আগে কাজ করার যাতে কাজের পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়, তার জন্য গত ফেব্রুয়ারি মাসেই এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে দওয়া হয়েছিল বলে দপ্তর সূত্রে খবর। নির্বাচনী আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার আগে টেন্ডার ডেকে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

জানা গিয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী যেমন, মাটি, বালি, বালির বস্তা, বাঁশ, পাম্প প্রভৃতি কেনার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে স্লুইস গেট, রেগুলেটর প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টাকা খরচ করার যাবে। বাঁধ সংস্কার-সহ বিভিন্ন জায়গায় মেরামতির কাজের জন্য টাকা দেওয়া হবে। বিভিন্ন ডিরেক্টরেটের চিফ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বোচ্চ কত টাকা খরচ করতে পারবেন, তার সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেচ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আর্থিক বছর শুরু হওয়ার অনেক আগে টাকা বরাদ্দ করায় খুবই সুবিধা হয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অনেক সময় বর্ষার শুরুতেই রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার নজির রয়েছে।

হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন বিভ্রাটের জেরে দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি ও হাওড়া: হাওড়ায় সকালে সিগন্যাল বিভ্রাটের জেরে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ব্যাহত হয় ট্রেন চলাচল। তার জেরে বুধবার সকালেই দুর্ভোগের মুখে পড়েন যাত্রীরা। দূর পাল্লার ট্রেনও দেরিতে চলে।

হাওড়া স্টেশনের ১ থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকা বেরনো বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় ব্যান্ডেল থেকে হাওড়াগামী লোকাল ট্রেন। আপেও স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। পরে রেলের তরফে জানানো হয়, বুধবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ হাওড়ায় সিগন্যালিংয়ের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

জানা গিয়েছে, সকাল ৬.২০ নাগাদ ডাউন কাটিহার এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে পৌঁছনোর সময় ঘটনাটি ঘটে। এর ফলে হাওড়া স্টেশনের ১ থেকে ৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকা বেরনো বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, সিগন্যাল সারানোর কাজ শুরু হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। পরে অবশ্য কৌশিক মিত্র জানান, সাড়ে সাতটা নাগাদ হাওড়ায় সিগন্যালের সমস্যার সমাধান করা গিয়েছে। এখন ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক।

ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ও গণদেবতা প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরিতে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেলে পৌঁছয়। ডাউনে বর্ধমান লোকাল চললেও তা ছিল অনিয়মিত। জানা যায়, সকাল ৫.৪৯ মিনিটে শেষ ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল ছেড়ে যায়। তারপরেই শুরু হয় দুর্ভোগ। অন্যদিকে হাওড়ায় সিগন্যাল সংক্রান্ত এই সমস্যার প্রভাব পড়ে তারকেশ্বর শাখাতেও। সকাল থেকেই অনিয়মিত হয়ে পড়ে আপ এবং ডাউন লাইনের ট্রেন চলাচল। বাতিল করা হয় হরিপাল, তারকেশ্বর লোকাল সহ বেশ কয়েকটি ট্রেন। বেলা বাড়লে ট্রেন চললেও, নিত্য রুটিন অনুযায়ী রেল চলেনি এদিন বেলা পর্যন্ত। ৩০-৩৫ মিনিট ট্রেন চলায় বেলার দিকেও সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা।

জিআই তকমা পেতে পারে পান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার পানের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন বা জিআই তকমা পেতে এবার আবেদন জমা পড়ল। সিল্যাক অ্যান্ড ফরেস্ট প্রোডাক্টস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এই স্বীকৃতির জন্য আবেদন জমা করেছে। 'কৃষি' বিভাগে এই আবেদন জমা পড়েছে। কোনও একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কোনও পণ্য প্রসিদ্ধি লাভ করলে, সেই এলাকার নিজস্ব পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে ওই পণ্য। সেই স্বীকৃতিকেই জিআই তকমা বলা হয়। এরাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকা-সহ বেশ কিছু অংশে পানের চাষ হয়, যার একটি অংশ রপ্তানিও হয়। জিআই তকমা পেলে রপ্তানির হার আরও বাড়বে বলে আশা করছেন পান চাষিরা।

রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর জন্য খোলা হল ওয়েবসাইট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কমিশনের তত্ত্বাবধানে রোজভ্যালি চিটফাণ্ডে প্রতারিতদের আমানত ফেরানোর পদক্ষেপ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের প্রথম দিকেই আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এবার খোলা হল ওয়েবসাইট। যেখানে আমানতকারীদের উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ-সহ আবেদন জানাতে হবে। আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর জন্য কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল একটি কমিশন। হাইকোর্ট টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট গঠন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, সেই ওয়েবসাইট গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছরের শেষের দিকেই। এ ব্যাপারে এক বেসরকারি সংস্থাকে বরাতও দেওয়া হয়। এবার সেই ওয়েবসাইট টালু হল। ওয়েবসাইটটি হল www.rosevalleyadc.com। সেখানেই নাম নথিভুক্ত করতে হবে আমানতকারীদের। এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করার পর 'continue'তে ক্লিক করতে হবে। এরপর 'ইনভেস্টার্স' ও 'আপলোড সার্টিফিকেট' এই দুটো বিভাগে গিয়ে আবেদনকারীকে নিজের সম্পূর্ণ তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে। সূত্রে খবর, রোজভ্যালিতে টাকা রেখেছিলেন প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ। আর তাঁদের মোট আমানতের অঙ্কটা ছিল তিন হাজার কোটির আশেপাশে। রোজভ্যালির যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টাকার মতো। পাশাপাশি নগদ রয়েছে ৮০০ কোটি। তবে সূত্রের খবর, কোনও আমানতকারীরা যে পুরোটাই টাকা ফেরত পাবেন এমনটা নাও হতে পারে। তবে কত টাকার আমানতের বিনিময়ে কত টাকা ফেরত পাবেন তা আগে হিসাব করে দেখবে কমিশন।প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে প্রথম সারদা কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ্যে আসে। সেই কেলেঙ্কারির সীমা রাজ্য পেরিয়ে রাজ্যের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। তার দুর্নীতির তদন্তেই উঠে আসে আরেক চিট ফান্ড রোজভ্যালির কেলেঙ্কারি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ইডি-সিবিআই তদন্তে নামে। কর্ণধারদের গ্রেফতার করে।

দাশরথীদেব যজ্ঞেশ্বরের আবির্ভাব উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সীতারামদেব ওঙ্কারনাথদেবের শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু দাশরথীদেব যজ্ঞেশ্বরের পাঁচদিনের আবির্ভাব উৎসবের সূচনা হয়েছে। শনিবার পঞ্চম দোলের দিনে মূল উৎসবের অনুষ্ঠান পালিত হবে। এদিন ভাগবৎপাঠ, ঠাকুর কথা, নগর সংকীর্তন, দীক্ষাদান এবং মহাপ্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। দাশরথীদেব যজ্ঞেশ্বরের আবাসস্থল হুগলি জেলার মগরা দিগসুই গ্রামে সাধন সমিতিতে মূল অনুষ্ঠান পালিত হবে।

চোখের জলে, অন্তরের শ্রদ্ধায় মহারাজকে বিদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী স্মরণানন্দজি ইহলোক ত্যাগ করেন মঙ্গলবার রাত ৮ টা ১৪ মিনিটে। সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে এসেছিল ভক্তকুলের মধ্যে। বুধবার সকাল হতেই বেলুড় মঠে ভক্তরা ভিড় করলেন তাঁদের অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে শেষ বারের মতো দেখে, তাকে অন্তিম প্রণাম জানিয়ে নিজেদের শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য।

শেষ শ্রদ্ধা জানাতে বেলুড় মঠে উপস্থিত হন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। হাওড়ার বালির বিধায়ক ডাক্তার রানা চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে বেলুড় মঠে আসেন। স্বামী শরণানন্দ মহারাজকে শ্রদ্ধা জানালেন হাওড়ার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রী অরূপ রায়। প্রেসিডেন্ট মহারাজের দেহ বুধবার সকালে বেলুড় মঠে সংস্কৃতি ভবনে রাখা হয় ভক্তদের জন্য। এদিন রাতেই তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। বলে জানিয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ কর্তৃপক্ষ। তার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

মন্দারমনি ঘুরতে গিয়েছিলেন সুমনা দাস। জানালেন, বাড়ি ফিরে সোশ্যাল মিডিয়াতে মহারাজের দেহবসানের খবর শুনে রাতেই ছুটে আসেন বেলুড় মঠে। তিনি বলেন, 'আমি ওনার অসুস্থতার খবর পেয়ে এসেছিলাম, দেখা হয় নি। পাঁচ বছর আগে আমি ওনার হাতেই দীক্ষিত হয়েছিলাম। দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।'

উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যোড়শ অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ২৯ জানুয়ারি থেকে ওই হাসপাতালের সাত তলার ৫০ নম্বর কেবিনে ভর্তি ছিলেন। গত ৩ মার্চ রাতে আচমকা শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট মহারাজকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। তারপর থেকে টানা ২৩ দিন তিনি ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মহারাজকে দেখতে।

১৯২৯ সালে তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুর জেলার আন্দামি গ্রামে স্বামী স্মরণানন্দ জন্মগ্রহণ করেন । ১৯৯৭ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। ২০০৭-এ সহ অধ্যক্ষ হন, এরপরে ২০১৭-তে স্বামী আত্মস্থানন্দের প্রয়াণের পরে ওই বছরের ১৭ জুলাই মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন স্বামী স্মরণানন্দ। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে গুরুজি। --ফাইল চিত্র

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ মার্চ ২০২৪ ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

দুই বিমানে ডানায় ডানায় ধাক্কা, অল্পের জন্য বাঁচলেন প্রায় ৩০০ যাত্রী, ক্ষতিগ্রস্ত ২টি বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিমানবন্দরে দু'টি উড়ানে ডানায় ডানায় ধাক্কা। তবে ডানা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এড়ানো গিয়েছে বড় সংঘর্ষ। দু'টি বিমানের ৩০০ যাত্রীও নিরাপদে নামতে পেরেছেন। তবে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত দুই বিমানই। বুধবার কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই ঘটনার জেরে আতঙ্ক ছড়ায়। কী কারণে ঘটল এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিমানবন্দর সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ১০.৪০ মিনিট নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান আইএক্স ১৮৬৬ চেন্নাই যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ততক্ষণে বিমানে চড়ে বসেছেন ১৬৩ জন যাত্রী। সঙ্গী ৬ জন কেবিন ক্রু। বিমানটি সবে তখন রানওয়ের দিকে রওনা হচ্ছিল। এদিকে সেই সময়েই ইন্ডিগোর সিক্স ই ৬১৫২ বিমানটি কলকাতা থেকে দারভাঙ্গার

উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ওই বিমানেও ৬ জন কেবিন ক্রুর সঙ্গে বিমানে চড়ে বসেছিলেন ১৪৯ জন যাত্রী। কিন্তু, রানওয়েতে ঢোকার মুখেই সংঘর্ষ হয় উড়ানের জন্য প্রস্তুত ইন্ডিগো ও এয়ার ইন্ডিয়ার দুটি বিমানের। রানওয়েতে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ডানায় ধাক্কা লাগে ইন্ডিগোর।

সূত্রের খবর, ইন্ডিগোর বিমানের ডানার সামনের অংশের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়ানের ডানার ধাক্কা লাগে। তার জেরেই একটি বিমানের ডানার একাংশ ভেঙে যায়। সূত্রের খবর ঘটনায় ইতিমধ্যেই, তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন। ঠিক কী কারণে এই ধরনের অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটল, তা খ তিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এরপরই দু'টি বিমানের যাত্রীদেরই নামিয়ে আনা হয়। এরপর তাঁদের অন্য বিমানে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হয়।

প্রথামিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, দুটি বিমান একযোগে রানওয়ের দিকে যাওয়ার সময়েই ঘটে যায় বিপত্তি। আলফা ওয়ানের সামনে দু'টি বিমানের ডানায় ধাক্কা লাগে। ক্ষতি হয় দুই বিমানেই। দ্রুত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমান দুটিতে মেরামতির কাজও শুরু করা হয় বলে সূত্রে খবর। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

‘দেশ হারাল এক মহান আধ্যাত্মিক গুরুকে’

বেলুড় মঠে এসে শেষ শ্রদ্ধা রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে রাত ৮টা ১৪ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ। বুধবার বেলুড় মঠে এসে দিনভর ভক্তরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিন সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে আসেন রাজ্যপাল সিভি বোস। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট মহারাজকে তার শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রাজ্যপাল বলেন, ‘রাজ্য তথা দেশ হারাল এক মহান আধ্যাত্মিক গুরুকে। যাঁর উপর বহু মানুষের আস্থা ও ভরসা ছিল। যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, পাশাপাশি তিনি মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সর্বোপরি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথের অনুসারী ছিলেন। একজন মহান সন্ন্যাসী যিনি দেশের মানুষকে জীবনে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। সেই স্বর্ণ হস্তের অধিকারী ও বর্ণময় চরিত্রের অধিকারী থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তার শেখানো শিক্ষার মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।’

বুধবার রাত ৯টার পরে বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরেই স্বামী স্মরণানন্দের অন্তিম সংস্কার পর্ব সম্পন্ন হবে, এমনটাই জানানো হয়েছে বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে। বুধবার রাত ৮ টা ১৫ মিনিটে সাংস্কৃতিক ভবন থেকে পুরনো মঠ চত্বরের আম গাছ তলায় প্রেসিডেন্ট মহারাজের নশ্বর দেহ সন্ন্যাসীদের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে এনে, তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পালা চলবে। এরপর স্বামী ব্রহ্মানন্দের মন্দিরের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপরে স্বামী স্মরণানন্দের নশ্বর দেহ শ্রী মা সারদার মন্দিরের সামনে নিয়ে রাখা হবে। তারপরে তাঁর নশ্বর দেহ স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র সহ সন্ন্যাসীর সমস্ত উপকরণ দিয়ে, আরতি করা হবে। তারপরে স্বামী বিবেকানন্দের সমাধিস্থল ঘুরে , প্রেসিডেন্ট মহারাজের বাসস্থানে নিয়ে আসা হবে । কিছুক্ষণ সেখানে রাখার পরে গঙ্গার তীরে শুরু হবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মঙ্গলবার রাতেই মহারাজের প্রয়ানের খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের প্রয়ানের খবর শোক জ্ঞাপন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মহারাজের প্রয়াণে শোক জানিয়ে মমতা তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখে ছিলেন, ‘রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজি মহারাজের আজ রাতে মৃত্যু সংবাদে গভীরভাবে শোকাহত।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পোস্ট করেছিলেন, ‘কয়েক বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খ ুব নিবিড় হয়েছিল। ২০২০ সালে বেলুড় মঠ সফরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কয়েক সপ্তাহ আগে কলকাতায় হাসপাতালে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবরও নিয়েছিলাম। বেলুড় মঠের অসংখ্য ভক্তের প্রতি আমার সমবেদনা।’

বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন গন্যমান্যদের পাশাপাশি বেলুড় মঠে অগনতি ভক্তরা ভিড় করে অধ্যক্ষ মহারাজকে শেষ দেখা দেখতে। প্রয়ানের সময় স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

মান ভাঙাতে বরানগর থেকে তৃণমূলের প্রার্থী কি অভিনেত্রী সায়ন্তিকা? জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লোকসভা ভোটের সঙ্গেই রাজ্যের দুটি বিধানসভা আসনে উপ নির্বাচন হচ্ছে। একটি মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা, অন্যটি বরানগর বিধানসভা। বিজেপি ইতিমধ্যেই দুই আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। বরানগরে প্রার্থী হচ্ছেন সজল ঘোষ আর ভগবানগোলায় ভাস্কর সরকার। কিন্তু কৌতূহলের বিষয় শাসক দলের প্রার্থী কে?

শোনা যাচ্ছে লোকসভা ভোটের টিকিট না পেয়ে অভিমান করা অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নাকি বরানগরের টিকিট দেওয়া হবে। তবে এ নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। বিধায়ক তাপস রায় পদত্যাগ করায় আসনটি ফাঁকা রয়েছে। লোকসভার আবহেই সেখানে ভোটগ্রহণ। ইতিমধ্যে প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। এবার চমক দিয়ে সেখানে সায়ন্তিকাকে প্রার্থী করতে পারে রাজ্যের শাসকদল। সেক্ষত্রে সায়ন্তিকার বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন সজল ঘোষ।

এ ব্যাপারে গত প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে তৃণমূলের মধ্যে নানান জল্পনা চলছে। অনেকের মতে, প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রবল দৌত্য চালিয়েছেন দলের প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ শান্তনু সেন। আবার কেউ কেউ প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নামও ভাসিয়ে দিচ্ছেন। বরানগর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দিলীপ নারায়ণ বসুর

নাম প্রস্তাব করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু কালীঘাটের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, সেই সব দৌত্যই জলে গিয়েছে বরানগরে তৃণমূলের প্রার্থী করা হতে পারে এমন একজনকে, যা দেখে দলের অনেকেই বিস্মিত হতে পারেন। তবে যে সূত্রে তাঁকে প্রার্থী করা হচ্ছে তা খুবই সহজ।

১০ মার্চ ব্রিগেডের মঞ্চে প্রার্থী ঘোষণার সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, অনেকেই প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে যোগ্য ছিলেন। কিন্তু মাত্র ৪২টি আসন। তাই সবাইকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। যাঁদের টিকিট দেওয়া গেল না তাঁদের বিধানসভায় প্রার্থী করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে প্রথমবার টিকিট পান সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থী নীলাদ্রিশেখর দানার কাছে হেরে যান। তবে ভোটে হারলেও জমি আঁকড়ে পড়েছিলেন বাঁকুড়ায়। অভিনেত্রীকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয় তাঁকে। সায়ন্তিকার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্র থেকে টিকিট পাবেন বলে মোটের উপর নিশ্চিত ছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু শেষমেশ প্রার্থী করা হয়নি তাঁকে। যার জেরে ‘অভিমান’-এ দলের সমস্ত পদ ছাড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে চিঠিও দিয়েছিলেন বলে খবর ছিল। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, দলও ছাড়তে পারেন সায়ন্তিকা। তবে সেই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে তৃণমূলেই থেকে যান। তারই পুরস্কার হিসেবে কি তৃণমূল সায়ন্তিকাকে বরানগর কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড় করাবে? চলছে জল্পনা।

ভাটপাড়ায় গুলি কাণ্ডে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর কলোনির বাগান এলাকায় গুলি চলার ঘটনায় ধৃত দুই। মঙ্গলবার হোলির দিন বিকেলে সামান্য একটা অশান্তি ঘিরে গুলি চলার অভিযোগ ওঠে। তপ্ত হয়ে ওঠে ওই এলাকা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ওইদিন রাতে দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম রোহিত সাউ ও সানি কুমার বর্মা। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে। এদিকে ঘটনাস্থলে চাপা উত্তেজনা থাকায় ভাটপাড়া থানার পুলিশের পাশাপাশি ওখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে। ভাটপাড়ার গুলি কাণ্ড নিয়ে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘পুলিশের ওপর মানুষের আর ভরসা নেই। গুলির ঘটনার পর ওখানকার মানুষজন পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। গুলির ঘটনা নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। বিদায়ী সাংসদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের উচিত প্রত্যেক থানায় একজন করে ইন্সপেক্টর মর্যাদার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা। আর উনিই সমস্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে পাঠাবেন।’

ইছাপুরে ছুরিকাহত প্রাক্তন সেনাকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পারিবারিক অশান্তির জেরে নাবালক পুত্রের হাতে আক্রান্ত বাবা। এমনটাই অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে নোয়াপাড়া থানার ইছাপুর আনন্দমঠের শ্রীভূমি এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম প্রাক্তন সেনা কর্মী পরিতোষ বিশ্বাস ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাবাকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগে পুলিশ ১৭ বছরের কিশোরকে আটক করেছে। যদিও ওই কিশোরের বক্তব্য, মঙ্গলবার রাতে পড়াশোনা করার সময় বাবা-মায়ের মধ্যে তুমুল অশান্তি বাধে। বাবা মা-কে মারধর করছিল। ঠেকাতে গেলে বাবা ছুরি নিয়ে তাকে মারতে উদ্যত হয়। দু'জনের ধস্তাধস্তিতে বাবার গলায় ও কোমরে ছুরির আঘাত লাগে। নাবালকের

অভিযোগ, প্রতিদিন বাবা ছুরি দেখিয়ে তাকে ভয় দেখাতো। এমনকি ছুরি উঁচিয়ে তাদের মেরে ফেলার হুমকিও দিত। যদিও বাবাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগে পুলিশ নাবালক পুত্রকে আটক করেছে।

ঢাকুরিয়ার রেললাইনের ঝুপড়িতে আগুন, ব্যাহত রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। এবারের ঘটনাস্থল ঢাকুরিয়া রেললাইন। বুধবার বেলা ১টা নাগাদ রেললাইনের ধারের এই ঝুপড়িগুলোতে আগুন লাগে। আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারাই। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন। এরপরই দ্রুত আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন দমকলকর্মীরা। ঘটনাস্থলে দমকলের পাশাপাশি রয়েছে লেক থানার পুলিশ। বাড়িঘরগুলি থেকে বের করে আনা হয় গ্যাস সিলিন্ডার সহ অন্যান্য দাহ্য বস্তু। তবে এর জেরে ব্যাহত হয় শিয়ালদা দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলাচল। আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই দাঁড়িয়ে যায় অনেক লোকাল।

স্থানীয় সূত্র খবর, দুপুর ১টার আশেপাশে একটি বিকট শধ পাওয়া যায়। তারপরেই নজরে আসে আগুন। একের পর এক ঝুপড়িতে আগুন ধরে যায়। স্থানীয়রাই প্রথমেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। দমকল দেরিতে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের।

স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে আগুনে পুড়ে গিয়েছে বস্তিবাসীদের অনেক মূল্যবান সামগ্রী। অনেক বাড়ির আসবাবপত্র থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বস্তিবাসীরা।

এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ওই লাইনে বন্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল। লাইনেই দাঁড়িয়ে যায় ট্রেনগুলি। ফলে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় ট্রেনযাত্রীদের। বছরের প্রত্যেকটা দিন বিশেষত কাজের দিনগুলিতে এই শাখায় বহু মানুষের যাতায়াত লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রে ভর দুপুরে এই ঘটনায় গন্তব্যে পৌঁছনোর পথে সমস্যায় পড়েন তাঁরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে ফের ওই শাখায় ধীরে ধীরে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। গড়িয়েছে লোকালের চাকা। স্থানীয় কাউন্সিলর রয়েছেন এলাকায়।

বিধাননগরের জিসি ব্লক থেকে বৃদ্ধার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, আশঙ্কাজনক অবস্থা স্বামীরও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধাননগরের জি সি-৩০ থেকে উদ্ধার হল বৃদ্ধার দেহ। বৃদ্ধার নাম মন্দিরা মিত্র। বাড়ির ভিতর থেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁর স্বামী যদুনাথ মিত্রকেও। খ বর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন বিধান নগরের পুলিশ কমিশনার। ঘটনাস্থলে পৌঁছন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃদ্ধ দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িতে থাকতেন। কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তবে সূত্রের খবর, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি নোট। তা থেকেই প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, সেনাবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ড. যদুনাথ মিত্র স্ত্রী মন্দিরা মিত্রকে খুন করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। মানসিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে বাড়ির পরিচারিকা জানান, বুধবার সকালে তিনি ঘরে ঢুকে দেখেন ডাইনিং রুমে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন বাড়ির কর্তা। এরপর একটু এগিয়েই দেখে ন বাথরুমে পড়ে রয়েছেন বৃদ্ধা। তাঁর শরীরও রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এরপরই লোকজন ডাকেন তিনি। একইসঙ্গে পরিচারিকা জানান, অন্যান্য দিন সকালে ওই দম্পতি দোতলায় ওঠার দরজা খুলে রাখেন তাঁর জন্য। সেই সঙ্গে দোতলায় ল্যান্ডিং-এ গ্রিলের দরজাও খুলে দেন। বুধবার সকালে ওই দরজা খে লা ছিল। আর তা দিয়ে ওপরে যেতেই এই দৃশ্য দেখতে পান

পরিচারিকা। পরে তিনি নিচে গিয়ে চেঁচামেচি করলে আবর্জনা তুলতে আসা ব্যক্তি ও পাশের বাড়ির বাসিন্দারা আসেন। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। এরপরই বৃদ্ধা মন্দিরা মিত্রকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় তাঁর দেহ। তাঁর স্বামীর অবস্থাও আশঙ্কাজনক। তাঁকে বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ড. যদুনাথ মিত্র সেনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন। বাড়ির ভিতর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে বলেও সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ডাইনিং টেবিলে পড়েছিল একটি রক্তমাখা ছুরি, টেবিলের নীচে ছিল আর একটা। আর তৃতীয় ছুরি পাওয়া যায় বৃদ্ধের পায়ের কাছ থেকে। টেবিলের ওপর ছিল সুইসাইড নোট। তাতে প্রথমে চার লাইন বাংলায় লেখা। সেখানে বৃদ্ধ লেখেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন। অন্য দিকে, সুইসাইড নোটের দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে পারিবারিক বেশ কিছু কথা।

সেই নোট থেকেই জানা গিয়েছে, যদুনাথবাবু সম্প্রতি তাঁর গাড়ি বিক্রি করেছিলেন, কারণ গাড়িটি ব্যবহার হয় না। সেই গাড়ি বিক্রির পর হঠাৎ পুরনো ট্রাফিক ভায়োলেশনের চিঠি আসে। কিন্তু সেই সময় তিনি গাড়ি বিক্রির প্রয়োজনীয় নথি বের করে প্রমাণ করতে পারেননি। এতে তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করেন। সঙ্গে এও জানা গিয়েছে, সম্প্রতি নিউটাউনে একটি জমি বিক্রি করে এক কোটি টাকা পান ওই বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এবং মেয়ে তাঁকে ফের বকাবকি করেন। কেন তিনি একটু অপেক্ষা করে নতুন অর্থবর্ষে জমি বিক্রি করলেন না, তা নিয়েও নাকি প্রশ্ন তুলেছিলেন স্ত্রী ও মেয়ে। পুলিশের অনুমান, মেয়ে, স্ত্রী-র সঙ্গে অশান্তির জেরেই মানসিকভাবে তিনি আঘাত পেয়ে এরকম এক চরম সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে সূত্রে এ খবরও মিলেছে, দম্পতির দুই মেয়ের একজন সিঙ্গাপুরে থাকেন, ছোট মেয়ে থাকেন নিউ টাউনে। তবে তদন্তে নেমে পুলিশের ধারনা, এই ঘটনা ঘটেছে এদিন সকাল ৬ টা থেকে ৮ টার মধ্যে। পুলিশ ঘর থেকে একটি অ্যাসিডের বোতল পেয়েছে এবং বৃদ্ধের মুখে অ্যাসিডের ক্ষতও পেয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে, স্ত্রীকে খুন করে অ্যাসিড খেয়ে নিজের ওপর ছুরি চালিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। রক্তমাখা সেই ছুরিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা জানান, ডক্টর মিত্র জীবিত রয়েছেন, তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কমিশনার বলেন, ‘সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে, যেখানে নিজের স্ত্রীকে মার্ডার করে নিজে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছেন বলেই লেখা রয়েছে।’

নৈহাটির মাতৃসদনে ওষুধ থেকে চাদর জোগান দেন এক তৃণমূল নেতা

দাবি বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বুধবার দুপুরে নৈহাটির গৌরীপুর সিং ভবনে নৈহাটি বিধানসভা কার্যালয়ের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং। কার্যালয়ের উদ্বোধনে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক বিজয় ওঝা, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রাক্তন জেলা সভাপতি অশোক দাস, বিনোদ গোন্ড-সহ দলীয় কার্যকর্তারা। কার্যালয় উদ্বোধনে এসে বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘নৈহাটি পুরসভার মাতৃসদন হাসপাতালে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতা ওষুধ থেকে শুরু করে চাদর, ফিনাইল সবকিছুর জোগান দেন। স্থানীয় বিধায়ক রাজ্যের মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, নৈহাটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের বেহাল দশা।’ প্রসঙ্গত, ওই এলাকার বিধায়ক পার্থ ভৌমিক রাজ্যের সেচমন্ত্রীও।

২০১৬ সালে নৈহাটির দেবকে ঘটা করে উদ্বোধন হয়েছিল কৃষক বাজারের। স্থানীয় কৃষকদের কথা ভেবে ওই বাজার গড়ে উঠলেও, তা এখনও বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই কৃষক বাজার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘ওটা নামেই কৃষক বাজার। ওখানে এখন মদ, জুয়ার ঠেক বসে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়েও এদিন সরব হন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।’ তাঁর অভিযোগ, বাংলায় কারও জীবন সুরক্ষিত নেই। বাংলায় স্টেট স্পন্সর ক্রাইম হয়। প্রসঙ্গত, নৈহাটির সিং ভবনে দলীয় কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকাকালীন, কেন্দ্রের জেড ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এসে পৌঁছয় সাংসদের নিরাপত্তায়।

সম্পাদকীয়

একমাত্র শিক্ষা নামক রথের রশি ধরেই নারীরা পৌঁছোতে পারবে অভীষ্ট লক্ষ্যে

ভোটাধিকার প্রাপ্তি থেকে আজ সাংসদ পদে উন্নীত হওয়া। নারীর অধিকার নিয়ে ফিরে দেখা যাক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে। অতীতে 'মনুসংহিতা' নারীকে যে চোখে দেখেছে, তা শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন। প্রাচীন সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নারীর সমানাধিকারকে কখনও মেনে নেয়নি। মহামানব রামচন্দ্রের সন্দেহপ্রবণ মনও সীতাকে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে বাধ্য করেছিল। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'-র ধারণা আজও বীরাঙ্গনাদের কথা বলে না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালেও ঠাকুরবাড়ির বীরাঙ্গনা সরলা দেবী চৌধুরানীকে কম আক্রমণ করা হয়নি। সংবিধান যতই নারীকে সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার দিক না কেন, সমাজ চলেছে তার আপন খেয়ালে। কারণ সমাজ চালনা করেছে পুরুষ, তাই 'পুরুষতান্ত্রিক' সমাজের কথা বলা হয়। মৌলবি সাহেবরাই মুসলমান নারীদের কোরান পাঠ বা মসজিদে নামাজ পড়ার অধিকার দিতে নারাজ। হিন্দুদের শবরীমালা মন্দিরে ঋতুমতী নারীর প্রবেশ নিষেধ; এই বিষয়গুলোতে পুরুষদের দাঁত নখ বেরিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে তারা এ সবের অধিকার ফিরে পায়। সব ক্ষেত্রে বিচারালয়ের মুখোমুখি হতে হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা খুঁজি, তা হলে দেখা যাবে 'নারী জাতি' এই শব্দবন্ধ তৈরির মূলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। নারীদের অধিকার দিতে না চাওয়ার ইচ্ছা থেকেই তাদের আলাদা করা হয়। আমরা যতই কবি নজরুলকে টেনে এনে বলি না কেন, 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,/অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর', এই একবিংশ শতকেও ঘরের মেয়েদের বাইরে বেরোনোর কথা উঠলেই ঝড় ওঠে। বাড়ির পুরুষদের সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে, এমন কথা আজও বহু পরিবারের আনাচে-কানাচে কান পাতলে শোনা যায়। এমনই সন্দেহপ্রবণ পুরুষ জাতি! নব্বইয়ের দশকে মেয়েরা পঞ্চায়েতে জায়গা করে নিয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীকে যবনিকার অন্তরালে রেখে বাড়ির পুরুষরাই সেই পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভার কাজকর্ম সামলাচ্ছেন। অন্য দিকে, ২০১০ সালে রাজ্যসভায় 'মহিলা বিল' পাশ হলেও ১৪ বছর আটকে পড়েছিল। কংগ্রেস বা বিজেপি, কেউই এই মৌচাকে ঢিল মারতে সাহস করেনি; পাছে পুরুষের সমর্থন খোয়াতে হয়। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, মোদীজি সেই সাহস দেখিয়েছেন মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করে। 'তাই কেবল খিল ভাঙার জন্য নোড়া-কুড়ুল হলেই হবে না, চাই ঝাঁটা, রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি।' এই মতের সঙ্গে আমরা সহমত নই। বিশ্বাস করি, শিক্ষা ব্যতীত মেয়েরা চার দেওয়াল ভেঙে বাইরে বেরোতে পারে না। অতীতেও পারেননি; যাঁরা পেরেছিলেন তাঁরা কতিপয় শিক্ষিত নারী। শিক্ষাই পারে নারীর অধিকার সুরক্ষিত করতে। অশিক্ষার অন্ধকারকে তাড়াতে নোড়া-কুড়ুল ঝাঁটা বা রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি দিয়ে আঘাত করলেও কিচ্ছু হবে না। দিল্লি যত দূরেই হোক, পৌঁছনো যাবে শিক্ষা নামক রথের রশি ধরেই।

আনন্দকথা

সাপটার মনে পড়ল যে, রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। তখন সে বললে, 'ঠাকুর মনে পড়েছে বট, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান, জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা; আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করব না, কেমন করে জানবে?' ব্রহ্মচারী বললে, 'ছি! তুই এত বোকা, আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি কামড়াতে বারণ করেছি, ফোঁস করতে নয়! ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?'

''দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, ভয় দেখাতে হয়, পাছে অনিষ্ট করে। তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নাই, অনিষ্ট করতে নাই।''

ভিন্ন প্রকৃতি — Are all men equal?

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

পলি উমরিগড়

১৯২৬ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগড়ের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মুনমুন সেনের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অক্ষয় খান্নার জন্মদিন।*

অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রবল ব্যক্তিত্বই তাঁর উপেক্ষার আধার হয়ে উঠেছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

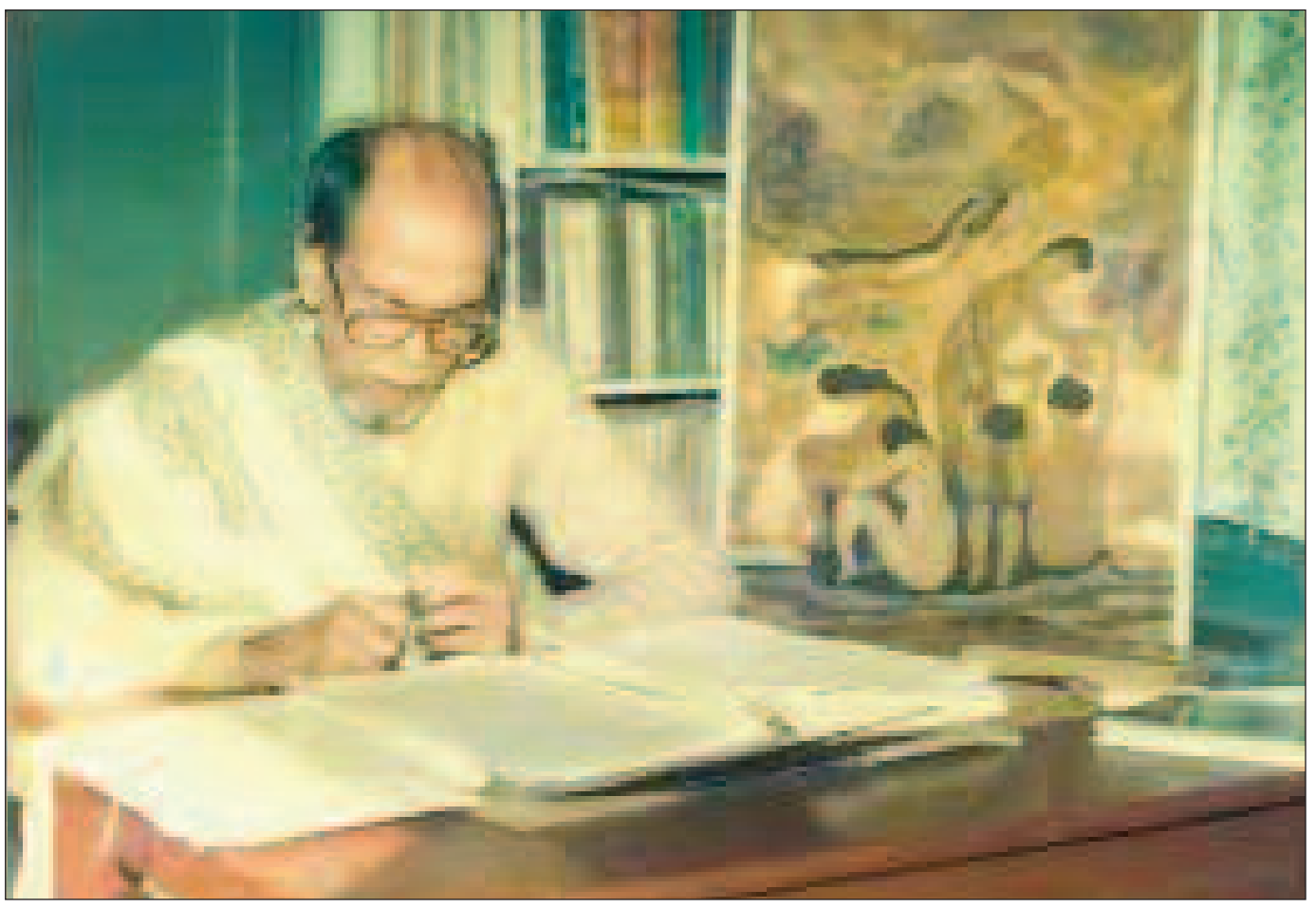

শিল্প-সাহিত্যে অভিনবত্ব সবসময় স্বাগত হলেও তার স্থায়িত্বের জিয়নকাঠিটির হদিশ সহজে মেলে না। ফলে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকই অভিনব সৃষ্টিকর্ম উপহার দিয়েও রসিকের আসরের আসনটি পাকা করতে পারেন না। তাতে অবশ্য সেই শিল্পী-সাহিত্যিকের কোনোকিছু যায় আসে না বললেও অনেককিছুই আসে এবং যায়। তাতে যেমন সেই অভিনব স্রষ্টার সৃষ্টিচেতনায় অবসাদ নেমে আসে, তেমনই রসিকজনের দরবারের অপরিচিতির ছায়াটি সুদীর্ঘ হতে থাকে। আবার যখন কোনো সহৃদয় রসিকজনের মনে হয়, সেই স্রষ্টাকে উপেক্ষা করা মানেই তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে নিজেদেরই উপেক্ষা করে রাখার সামিল, তখনও কিন্তু সেই রসিকের কথায় চিঁড়ে ভিজে না। তা নাহলে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-১৯৭৯) কিংবা সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) মতো কথাসাহিত্যিককে 'লেখকদের লেখক' বলে তকমা সেঁটেও পাঠকের খাসমহলের চৌহদ্দীতে আনা যায়নি। এই ধরনের ব্যতিক্রমী সাহিত্যিকেরা জীবিতকালেও যেমন জনপ্রিয়তা পান না, মৃত্যুর পরপারেও অপাঠ্য হয়ে থাকেন। এঁদেরই স্বগোত্র গঙ্গাবিভাজিত উত্তরের কৃতী সন্তান তথা উপেক্ষিত কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৮/০৩/১৯১৮-০৮/০৭/২০০১)। অন্য দু'জনের চেয়ে তিনি অনেক বেশি বঞ্চিত। তিনি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘজীবনে বেশি পরিমাণে অভিনব কথাসাহিত্যের জোগান দিয়েও উপেক্ষার শিকার হয়ে রয়েছেন। বহু সমালোচকের দ্বারা নন্দিত হয়েও তাঁর সাহিত্যকর্ম পাঠকসমাদর লাভ করেনি। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তাঁর মৃত্যুর পরেও অদ্ভুত নীরবতা লক্ষ করা যায়। এমনকি, মৃত্যুর সাত বছর পার না হতেই তিনি যেন বিস্মৃত লেখক হয়ে গিয়েছেন। জন্ম-মৃত্যুদিনেও তাঁকে সেভাবে স্মরণ করা হয় না।

বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ একজন সুস্পষ্ট ব্যতিক্রমী কথাকার। তিনি আর পাঁচজন, সাহিত্যিকের মতো গতানুগতিক পথে কারও উত্তরসূরি হয়ে ওঠেননি। তাঁর জীবনযাত্রার মধ্যেই তাঁর স্বতন্ত্রতার বীজটি বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল গোঁড়া ব্রাহ্মণ ও সামন্ততান্ত্রিক দাপুটে পরিবারে। অবক্ষয়িত জমিদারতন্ত্রের অবশিষ্টের প্রতিভূ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ক্ষীয়মাণ সামন্ততান্ত্রিক বংশগৌরবের অভিজাত্যময় পরিবারে অমিয়ভূষণের আবির্ভাব হয়েছিল। নিজেকে ফিউডাল বলতেও দ্বিধা করতেন না। তিনি অকপটে বলতেন, 'আমার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত ফিউডাল।' অথচ সেজন্য তিনি তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন না। তাঁর মা তাঁকে সে পথ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন । তাঁর জন্ম কোচবিহার শহরে হলেও তাঁদের নিবাস ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলার সারাথানার পদ্মানদীর ধারে। এই পদ্মার প্রতি অমিয়ভূষণের আলাদা অনুভূতি ছিল। তিনি বলেছেন, 'যে দেশে পদ্মা প্রবাহিত হয় সেটিই আমার দেশ।' অন্যদিকে যেখানে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছেন সেই কোচবিহারের রাজপরিবার এবং রাজকার্যের প্রতি তাঁর অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল। কোচবিহার তাঁর আমৃত্যু অনুভবে 'রূপবতী নগরী' হয়ে জেগে ছিল। এমনকি, জীবনের অন্তিম পর্যায়েও আনন্দনগরী কলকাতাতে তাঁর অস্বস্তি মনে হত। তাঁর বাবা ছিলেন অনন্তভূষণ মজুমদার এবং মা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অনন্তভূষণের জীবনের টুকরো ঘটনাক্রমের মধ্যেই তাঁর সামন্ততান্ত্রিক বংশধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা ১৯৪৬ সাল। তখন মুসলিম লিগের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে অনন্তভূষণ তাঁর জমির লঙ্কা ও বেগুন গরুতে খেয়ে নষ্ট করে ফেলায় গরুর মালিককে মুসলমান চাকরকে দিয়ে বৈঠকখানায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জুতোপেটা করেছিলেন। সেই দাম্ভিক অনন্তভূষণের বড় ছেলেই অমিয়ভূষণ। তাঁদের একটি নীলকুঠি ছিল। সেই নীলকুঠির কালো ছায়া থেকে ছেলেকে মানুষ করার জন্য জ্যোতিরিন্দু দেরী কোচবিহারে চলে আসেন। অমিয়ভূষণের দিদিমা কুমুদিনী চৌধুরী ছিলেন কোচবিহারের রাজমহিষী তথা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতা দেবীর বান্ধবী। দু'জনেই কলকাতার কলুটোলার সংস্কৃতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। কুমুদিনীর জন্যই অভিয়ভূষাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আবহ কেটে গিয়েছিল। এই দিদিমাকে অমিয়ভূষণ 'কালোদি' (আদতে তিনি ছিলেন রূপসী এবং জা'য়ের গায়ের কালো রং নিজের নামে মেখে স্বেচ্ছায় কালোদি হয়েছিলেন) বলে প্রথম বইটি উৎসর্গ করেছেন। কোচবিহারেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়।

তিনি অকপটে বলতেন, 'আমার পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত ফিউডাল।' অথচ সেজন্য তিনি তা নিয়ে গর্ববোধ করতেন না। তাঁর মা তাঁকে সে পথ থেকে সরিয়ে এনেছিলেন বলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন আজীবন । তাঁর জন্ম কোচবিহার শহরে হলেও তাঁদের নিবাস ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের পাবনা জেলার সারাথানার পদ্মানদীর ধারে। এই পদ্মার প্রতি অমিয়ভূষণের আলাদা অনুভূতি ছিল। তিনি বলেছেন, 'যে দেশে পদ্মা প্রবাহিত হয় সেটিই আমার দেশ।' অন্যদিকে যেখানে তিনি মানুষ হয়ে উঠেছেন সেই কোচবিহারের রাজপরিবার এবং রাজকার্যের প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা ছিল। কোচবিহার তাঁর আমৃত্যু অনুভবে 'রূপবতী নগরী' হয়ে জেগে ছিল। এমনকি, জীবনের অন্তিম পর্যায়েও আনন্দনগরী কলকাতাতে তাঁর অস্বস্তি মনে হত। তাঁর বাবা ছিলেন অনন্তভূষণ মজুমদার এবং মা জ্যোতিরিন্দু দেবী। অনন্তভূষণের জীবনের টুকরো ঘটনাক্রমের মধ্যেই তাঁর সামন্ততান্ত্রিক বংশধারার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। সেটা ১৯৪৬ সাল। তখন মুসলিম লিগের প্রভাব প্রবল হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে অনন্তভূষণ তাঁর জমির লঙ্কা ও বেগুন গরুতে খেয়ে নষ্ট করে ফেলায় গরুর মালিককে মুসলমান চাকরকে দিয়ে বৈঠকখানায় খুঁটির সঙ্গে বেঁধে জুতোপেটা করেছিলেন। সেই দাম্ভিক অনন্তভূষণের বড় ছেলেই অমিয়ভূষণ। তাঁদের একটি নীলকুঠি ছিল। সেই নীলকুঠির কালো ছায়া থেকে ছেলেকে মানুষ করার জন্য জ্যোতিরিন্দু দেরী কোচবিহারে চলে আসেন। অমিয়ভূষণের দিদিমা কুমুদিনী চৌধুরী ছিলেন কোচবিহারের রাজমহিষী তথা কেশবচন্দ্র সেনের মেয়ে সুনীতা দেবীর বান্ধবী। দু'জনেই কলকাতার কলুটোলার সংস্কৃতিসম্পন্ন ঘরের মেয়ে। কুমুদিনীর জন্যই অভিয়ভূষাদের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আবহ কেটে গিয়েছিল। এই দিদিমাকে অমিয়ভূষণ 'কালোদি' (আদতে তিনি ছিলেন রূপসী এবং জা'য়ের গায়ের কালো রং নিজের নামে মেখে স্বেচ্ছায় কালোদি হয়েছিলেন) বলে প্রথম বইটি উৎসর্গ করেছেন। কোচবিহারেই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়।

অমিয়ভূষণের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যমে। ফলে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের বিশেষ সুযোগ ছিল না। মা-দিদিমাদের মুখেই রামায়ণ-মহাভারত- পুরাণের গল্প শুনেই দেশীয় সাহিত্যের স্বাদ পেতেন। এছাড়া কৈশোরে তাঁর পড়ার মধ্যে ছিল বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী, রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা ও গান। তবে সেগুলির অধিকাংশই স্কুলপাঠ্য ছিল বলেই পড়েছিলেন। আর যা কিছু তিনি সব ইংরেজিতে পড়েছেন। তিনি জেনকিন্স স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং কলকাতার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স গ্রাজুয়েট (১৯৩৯) হন। রেজাল্ট বের হাওয়ার আগেই অমিয়ভূষণের ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের চাকরিজীবন শুরু হয়ে যায়। বি. এ পড়তে পড়তেই তাঁর সাহিত্যজীবনও শুরু হয়েছিল। কর্মজীবনে সেই সাহিতচর্চা নিবিড় হয়ে ওঠে। তবে তিনি সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্যসৃষ্টিকে এক মনে করতেন না। সেজন্য বলা যায় ডাক ও তার বিভাগের কর্মজীবনে তাঁর সাহিত্যচর্চা সাহিত্যসৃষ্টির পথে এগিয়ে চলে। যৌবনে বাঙালিসুলভ প্রেমের সন্ধান না পাওয়া গেলেও অমিয়ভূষণের লেখালেখির সূচনার কথা জানা যায়। ক্লাস টেনে পড়ার সময় বাংলা শিক্ষক ঊষাকুমার দাসের উৎসাহে অমিয়ভূষণ কবিতাতেও হাত পাকিয়েছেন, কলেজ ম্যাগাজিনেও লিখেছেন। তিনি কবিতায় হাত পাকালেও গল্পলেখার জগতে কেন এলেন, তার সদুত্তর মেলাতে অসুবিধা হয় না। তিনি মনে করতেন, একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বাংলা কবিতার ভাষাকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। আর কারও পক্ষে সে পথ উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। আর তাছাড়া তাঁর মতে উপন্যাস তো গদ্যে লেখা মহাকাব্য। সেজন্য তিনি সেই মহাকাব্যের জগতে সচেতনভাবে এগিয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখাটি উপন্যাস নয়, একটি একাঙ্ক নাটক 'দ্য গড্ অন মাউন্ট সিনাই'। সেটি 'মন্দিরা' পত্রিকায় ১৯৪৩-৪৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটির নামে একটি গল্প লেখার কথা জানা গেলেও তার হদিস মেলে না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত বাংলা লেখা একটি গল্প 'প্রমীলার বিয়ে'। এটি ১৯৪৫-এ 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। তাঁর প্রথম সাড়া জাগানো সাহিত্যকীর্তি 'গড় শ্রীখণ্ড'। এই উপন্যাসটি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্ব্বাশা' পত্রিকায় ১৩৬০ এর জ্যৈষ্ঠ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে সেটি ১৯৫৭-এর মার্চে নাভানা থেকে বই আকারে বের হয়। কিন্তু তার আগেই ১৯৫৫-এর জানুয়ারিতে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলভুঁইয়া' একই প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছিল। এই উপন্যাসটি হুমায়ূন কবিরের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসটিকেই আবার সংশোধন ও সংযোজন করে ভারবি থেকে 'নয়নতারা' (আগস্ট ১৯৬৬) নামে বের করেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁর পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি সুধী পাঠকমহলে সাড়া ফেললেও তাঁর প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করতে পারেনি। অথচ অমিয়ভূষণ তাঁর 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসটি সম্পর্কে আজীবন উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর শ্বশুরের 'উপন্যাসটি ইংরেজিতে লেখা হলে নোবেল পেত' অভিমতটি সগর্বে বলতেন।

অমিয়ভূষণের সাহিত্যচর্চায় যেমন তাঁর মা-দিদিমার ভূমিকা ছিল, সাহিত্যসৃষ্টিতে তাঁর স্ত্রী গৌরীরও তেমন প্রভাব ছিল। বলতে গেলে তিনিই তার স্বামীকে সাহিত্যিক করে তুলেছেন। কর্মসূত্রে পাবনা, দার্জিলিং, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি জায়গায় নিঃসঙ্গ অমিয়ভূষণের একমাত্র মর্মসহচরী ছিল তাঁর গৌরী। তাঁর সেই নিঃসঙ্গ জীবনের একাকিত্বে মোড়া বন্দিজীবনের একঘেঁয়েমির অবসাদ থেকে মুক্তির সোপান হিসাবে সাহিত্যসৃষ্টির খেলায় গৌরীদেবীই পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তিনি রোজ রাত্রে লক্ষ করতেন তাঁর স্বামী হাবিজাবি লিখে ফুলস্কেপ কাগজটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন। আসলে অমিয়ভূষণ তখন মনের ভাষা হাতে আনায় চেষ্টারত। এভাবে প্রতিদিন কাগজ ছিঁড়ে ফেলানোকে গৌরীদেবীর অপচয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তিনি একদিন স্বামীকে লেখা প্রকাশের হদিস দেন। তখন অমিয়ভূষণের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশের মতো। গৌরীদেবীর পরামর্শে অমিয়ভূষণের প্রথম গল্প 'প্রমীলার বিয়ে' 'পূর্ব্বাশা'য় প্রকাশের সুযোগ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গৌরীদেবীই অমিয়ভূষণকে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেন। তাঁর ধারণা ছিল বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোনো লেখক নেই। সেজন্য স্ত্রীর পরামর্শেই তিনি বাহান্ন বছর বয়সে শরৎচন্দ্র পড়েন। তবে শরৎচন্দ্রের 'পাতি বুর্জুয়া সুলভ সেন্টিমেন্টালিটি'কে সহ্য করলে তাঁর মতে তিনি বাংলা উপন্যাসের সেরা শিল্পী। আর শরৎচন্দ্রের পরের সাহিত্যিকদের সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি অমিয়ভূষণের শ্রদ্ধা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তাঁর সমকালীন সাহিত্যিকদের কোনো প্রভাব তাঁর সাহিত্যে না পড়ার একটা কারণও তাঁদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাহীনতা। এই শ্রদ্ধাহীনতার কথা তিনি অপকটে বলতেন। আসলে তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফলে তাঁর স্পষ্ট কথায় অনেক মান্য সাহিত্যিক ও অনুরাগীদের কাছে তাঁকে অপ্রিয় হতে হয়েছে। তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাসের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অথচ তাঁর স্পষ্টতায় কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। তিনি প্রকাশের ক্ষেত্রে মন আর মুখকে পৃথক করেননি। তিনি যেভাবে একের পর এক সৃষ্টিকর্মে নিজের পরীক্ষানিরীক্ষা করে গিয়েছেন, তার প্রতিটিই অন্যগুলো থেকে স্বতন্ত্র এবং অভিনব। তাঁর মনের গড়নটিই তৈরি হয়েছিল বিদেশি ছাঁচে। তিনি ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্বাদ পেয়েছিলেন। বাডেন ব্রুকস, সিনক্লিয়ার, শেকসপিয়ার, টমাস হার্ডি, টমাস মান প্রমুখের লেখা পড়েছেন। আর যাঁর মন রাশিয়ান, ফরাসি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, ইটালিয়ান (ইংরেজি অনুবাদে) এবং বহু ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যে অবাধে বিচরণ করত, তাঁর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি হীনমন্যতা প্রকাশ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু হীনমন্যতা যখন অশ্রদ্ধাবোধের জন্ম দেয়, তখনই ঘটে বিপত্তি। অমিয়ভূষণের ক্ষেত্রে তারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। অথচ আমরা তাঁর অভিমতের গরলে বিমুখ হলাম কিন্তু তাঁর সৃষ্টির অমৃতে বিমুগ্ধ হলাম না। তাই তিনি সময়ান্তরেও উপেক্ষিত হয়ে রইলেন।

অমিয়ভূষণের সৃষ্টিসম্ভারটি আকারে-প্রকারে সমৃদ্ধ। তাঁর বহুমুখী শিল্পীপ্রতিভার মিশ্রণে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে। তিনি সঙ্গীতজ্ঞই শুধু ছিলেন না, গানও লিখতেন। আবার ছবিও আঁকতেন। তাঁর ইতিহাসবোধও প্রখর ছিল। এসবই তাঁর গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে। 'গড় শ্রীখণ্ড'-এর পর তাঁর 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯), 'নির্বাস' (১৯৫৯), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৩৮১), 'রাজনগর' (১৩৯১), 'মধু সাধু খাঁ (১৯৮৮), 'ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর' (১৯৮৮), 'বিবিকা' (১৯৮৯), 'চাঁদ বেনে' (১৪০০), 'বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী' (১৯৯৭) প্রভৃতি উপন্যাস এবং 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২), 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' (১৯৬৫), 'শ্রেষ্ঠগল্প (১৯৮৬), 'এই অরণ্য এই নদী এই দেশ' (১৩৯৫), 'গল্পসমগ্র-১' (১৪০১), 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য' (২০০০) প্রভৃতি গল্পের বই এবং একটি প্রবন্ধ সংকলন 'লিখনে কী ঘটে' (১৯৯৬) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর নয়টিরও বেশি উপন্যাস এবং অসংখ্য ছোটগল্প ও কিছু নাটক আজও প্রন্থভুক্ত হয়নি। অথচ তাঁর শেষ উপন্যাস বলে প্রচলিত 'অতি বিরল প্রজাপতি' উপন্যাসটিতেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট। যশস্বী কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত উপন্যাসটিকে 'কপালকুণ্ডলা', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'অন্তর্জলীযাত্রা' এবং 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর পাশে স্থান দিয়েছেন। এর ফলে প্রমাণ হয়, অমিয়ভূষণের শিল্পীপ্রতিভা শেষপর্যন্ত অম্লান ছিল। অথচ উপন্যাসটি বই আকারে বের হয়নি। তিনি 'ট্রমা'র প্রতিকারহীন অশেষ বাধার হাত থেকে মুক্তির জন্য লেখনী ধরেছিলেন। অথচ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যভূমিটি আজও ফসলশূনা হয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁর অভিনব সাহিত্যভঙ্গিটি আজও কারও করায়ত্ত হল না। তার চেয়েও খারাপ লাগে, যখন ভাবি, অভিনব কথাশিল্পীকে অভিনব কায়দার কোচবিহারের অমিয়ভূষণ এবং অমিয়ভূষণের কোচবিহারকে সমার্থক করে রাখার নীরব কৌশলের কথা। তা না হলে শুধুমাত্র 'রাজনগর' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি (১৯৮৫) এবং বঙ্কিম পুরস্কারে (১৯৮৬) সম্মানিত করে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার কোনো মানেই হয় না। তাই অমিয়ভূষণের অভিনবত্ব আজও বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্বের সমার্থক হতে পারল না। সেটাও বাংলার সুধী পাঠকসমাজের কাছে কম বড় 'ট্রমা' নয়!

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঋণ: সাহিত্য ও সাহিত্যিক উপেক্ষার অন্তরালে,
স্বপনকুমার মণ্ডল, অঞ্জলি পাবলিশার্স

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

রাস্তা ও ব্রিজের দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: আবারও ভোট বয়কটের পোস্টার বর্ধমানের মেমারিতে। ব্রিজ ও রাস্তার দাবিতে এবার ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তেই অনড় দিলালপুর গ্রামের মানুষ।

মেমারি এক নম্বর ব্লকের বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলালপুর গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় বুধবার দেখা গেল রাস্তা ও ব্রিজের দাবিতে ভোট বয়কটের পোস্টার। বর্তমানে বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিলালপুর গ্রাম ও মেমারি পুরসভার যোগাযোগের মাধ্যম ডিভিসি খালের ওপর একটি সংকীর্ণ কাঠের ব্রিজ এবং বর্তমানে কাঠের সেতুটির যা অবস্থা তাতে একে ঝুলন্ত মরণ ফাঁদ বলে দাবি করছেন স্থানীয়রা। সেতুটির নীচে যে কাঠের খুঁটি ছিল, সেগুলির বেশিরভাগ অংশই ভেঙে গিয়েছে। ভেঙে গিয়েছে ব্রিজের দু'ধারের কাঠের রেলিংও। এর আগেও এই কাঠের সেতুটির জায়গায় কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণের দাবি ওঠে। সেতুটির জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা, তাই প্রশাসন থেকে সেই সময় এই কাঠের সেতুর দু'ধারে বাঁশ বেঁধে চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সাধারণ মানুষের চলাচলের যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য একটি বোটের

ব্যবস্থাও করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। কিন্তু ডিভিসি তে জলের অভাবে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে বোটটি।

ভগ্নপ্রায় কাঠের ব্রিজ তার ওপর তার আগে বেশ কিছুটা রাস্তার বেহাল দশার কারণে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অসুস্থ রোগী ও গর্ভবতী মহিলাদের খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় বলে দাবি। এলাকাবাসীর দাবি, প্রতি নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা দুয়ারে দুয়ারে আসেন ভোট ভিক্ষা করতে। মেলে প্রতিশ্রুতি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত হয়নি কোনও কাজের কাজ। বাগিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন রাস্তা ও রাস্তা সংস্কারের কাজ হলেও, কেন দিলালপুর গ্রামের সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন গ্রামবাসীরা।

যদি কাঠের সেতুটি এমত অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে যায় তা হলে প্রায় পাঁচ থেকে ছ' কিলোমিটার ঘুরে পৌঁছনো যাবে শহর মেমারিতে এবং এই এলাকাতেই একটি পঞ্চানন মন্দিরও আছে, সেখানেও দূর দূরান্ত থেকে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে এবং মেমারি হয়ে এই পঞ্চানন মন্দিরে পৌঁছতে গেলেও একমাত্র ভরসা এই জরাজীর্ণ কাঠের সেতু। তাই আর প্রতিশ্রুতি নয়, অবিলম্বে এই কাঠের সেতুটির পরিবর্তে কংক্রিটের সেতুর দাবি জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। তাই ব্রিজ ও রাস্তার দাবিতে এবার ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তেই অনড় দিলালপুর গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে পড়ুয়ারা।

এর আগেও এই ভগ্নপ্রায় কাঠের ব্রিজ পরিদর্শন করেছিলেন মেমারি বিধানসভার বিধায়ক মধুসূদন ভট্টাচার্য এবং বর্তমানে নতুন কংক্রিটের সেতু তৈরি করার ব্যাপারে এখনও অনুমোদন পাওয়া যায়নি বলে তিনি টেলিফোনে জানান এবং তিনি আরও জানান যে, তিনি এই ভোট বয়কটের বিষয়টি জানতেন না, আগামী দিনে গ্রামবাসীদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাও বলবেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে অসংসদীয় মন্তব্যে দুঃখপ্রকাশ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অসংসদীয় মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

বুধবার সকালে বর্ধমানের টাউনহলে প্রাতর্ভ্রমণে বের হন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। সেখানে তিনি বলেন, 'আমার বক্তব্য নিয়ে বির্তক প্রথমবার নয়। যে ভনিতা করে, অন্যায় করে তার সামনে বলি। এবার আমি যা বক্তব্য রেখেছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঝগড়া নেই, কোনও ক্লেশ নেই। কোনও দুর্ভাবনা নেই। কিন্তু উনি যে রাজনৈতিক বক্তব্য বার বার দিয়েছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন আমি তার বিরুদ্ধে বলেছি এবং প্রশ্ন করেছি ও প্রতিবাদ করেছি। আমার ভাষার শব্দচয়ন নিয়ে অনেকের আপত্তি আছে, আমার পার্টির আপত্তি আছে। অন্যরাও বলেছে। যদি তাই হয়, তা হলে আমি দুঃখিত।'

তাঁর দাবি, 'আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাঁরই পার্টির এক নেতা, তাঁরই পরিবারের এক নেতা কাঁথিতে দাঁড়িয়ে

আমার বিধায়ক দলের নেতাকে, তাঁর পরিবারকে, তাঁর বাবাকে এর থেকেও খারাপ ভাষায়, কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করবে। সেখানে কেন তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলছে না। টিএমসি কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কেউ কিছু বলছে না। শুভেন্দু অধিকারীর বাবা একজন বাংলার বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। তাঁকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারীকে অপমান করা হচ্ছে। শুভেন্দু অধিকারী পুরুষ বলে অপমান করা হবে। তার কোনও সম্মান নেই। একজন মহিলা যা খুশি বলবেন। কেবল মহিলা কার্ড ব্যবহার করা হবে। আমি তারই প্রতিবাদ করেছি।'

বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের নাম ঘোষণা হওয়া পর এই জোরকদমে প্রচারে নেয়ে পড়লেন তিনি। বুধবার বর্ধমানের টাউন হলের মাঠে বেশ কয়েকজন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দিলীপ ঘোষ হাঁটেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তারপর টাউন হলের পাশে একটি চায়ের দোকানে চায়ে পে চর্চায় অংশ নেন তিনি। সকালে আসা প্রার্তভ্রমণকারীদের সঙ্গে এবং যাঁরা অফিসে বা বাজারে দোকানে যাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে কথা বলে খোঁজখবর নিলেন এইভাবে তিনি জনসংযোগ বাড়াচ্ছেন বলে দাবি। তিনি জেতার বিষয়ে চরম আশাবাদী। তিনি বলেন, 'হাওয়া ঘুরছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে ভোটের ফল কী হবে।'

এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন বর্ধমান জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, প্রাক্তন যুব সভাপতি পিণ্টু সাম, বিজেপি নেতা অঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দু'নম্বর নগর মণ্ডলের সভাপতি দিব্যেন্দু চক্রবর্তী, কুন্দন সাহা যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক সহ অন্যান্য বিজেপির নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে, হুঁশিয়ারিতে বিতর্কে বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ফের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে জড়ালেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী। অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনী গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে। পরোক্ষে কি তৃণমূল প্রার্থী হুমকি দিয়ে রাখলেন? উঠছে প্রশ্ন। পালটা বিজেপির প্রশ্ন, তৃণমূল প্রার্থীর কী আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে, তাই এই হুমকি দিয়ে রাখছেন।

ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যবহার নিয়ে কঠোর অবস্থান নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবারই কমিশন জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রতিদিন আপডেট করা হবে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর গতিবিধি নিয়ে প্রতিদিন কমিশনকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের। এই নির্দেশিকা জারি হতে না হতেই এবার পরোক্ষে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন বাঁকুড়ার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তী।

অরূপ চক্রবর্তী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার মেজিয়ায় প্রচারে গিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনীকে

আমরা গোলাপ ফুল দিয়ে স্বাগত জানাব। শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা কর। কিন্তু গুলি চালাবে না। গুলি চালালে ফল অন্যরকম হবে।' তৃনমূল প্রার্থীর এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী সুভাষ সরকারের প্রশ্ন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী অযথা কেন গুলি চালাতে যাবে? তা হলে কি তৃণমূল প্রার্থী অন্যান্য নির্বাচনের মতো বোমা, বন্দুক দিয়ে আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার পরিকল্পনা করে রেখেছেন?'

শোকজ করা হল বিজেপি প্রার্থী হিরণকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শোকজ করা হল ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়কে। নির্বাচন কমিশন শোকজ নোটিশ দিয়ে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলেছে।

ডেবরা বিডিওকে হুঁশিয়ারির সুরে হিরণ বলেছিলেন, 'জেতার পরে কীভাবে টাইট দিতে হয়, আপনাদের কথা দিলাম, যে ভাবে হোক গ্রামের মানুষ লাঠি ঝাঁটা নিয়ে এই সব লোককে ঢুকতে বাধা দেবে। তৃণমূলের দলদাস পুলিশ, তৃণমূলের দলদাস বিডিও এসডিও-দেরকে ঢুকতে দেবে না। আগামী ২ মাস আটকে রাখুন। জেতবার পরে আমরা সব বুঝে নেব। অবৈধ কাজগুলিতে বিডিও, এসডিওরা প্ররোচনা দিচ্ছে। কারণ তাঁদের দীপক অধিকারীকে ৩০ শতাংশ কাটমানি দিতে হয়।'

এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নিমেষের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়। হিরণের এই মন্তব্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

তৃণমূলের জেলা নেতা অজিত মাইতি হিরণকে কটাক্ষ করে বলেন, হিরণের রাজনৈতিক অ্যাক্টিভিটি স্টাইল নিয়ে অনেকেই ধন্দে পড়ে যাচ্ছে। কখনও বলছেন বিডিওকে ঢুকতে দেবে না, আবার পুলিশের কাছে গিয়ে বলছেন পুলিশকে ঢুকতে দেবেন না, আবার কখনও তৃণমূলকে ঢুকতে দেবে না বলছেন। শূন্য কলসির গর্জন বেশি, তাই হিরণবাবু একটু বেশি কথা বলে ফেলছেন। সবমিলিয়ে ঘাটাল লোকসভার বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের এই ভাইরাল ভিডিও নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর, জি ডি ব্লক প্লট ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তল, সল্টলেক, সেক্টর - ৩ কলকাতা - ৭০০১০৬, ইমেল : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভাঙার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির নিম্নোক্ত লকারহোল্ডারগণকে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিক তাগাদার নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও যে সকল লকারহোল্ডার লকারের ভাড়া দেননি বা কোনও উত্তর দেননি তাদের উদ্দেশ্যে আইনি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত লকার হোল্ডারগণকে জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে লকারের ভাড়া প্রদান না করা হলে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার ভেঙে খুলতে বাধ্য হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন লকারের মধ্যে থাকা যাবতীয়, যদি কিছু থাকে, বিক্রি করা হবে এবং লকারের ভাড়া উশুল করা হবে এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট ভাড়া বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করবে সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের বিপক্ষে।

ক্রম নং	শাখা নাম	লকার ভাড়াকারী(গণের) নাম	লকারের বকেয়া পরিমাণ টা,	লকারের বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট সময় থেকে
১	হাতিবাগান শাখা	জগদীশ কামাল গুলাটি	১৪১০৭/-	৩১.০৩.২০১৬
২		মিতা দে	১১২৯৭/-	০১.০১.২০১৭
৩		দূর্বা সেন	৬২৪৪/-	৩১.০৩.২০২০
৪		রানু রাহা	৬৬৮৭/-	৩১.০৩.২০২০
৫		মিনতি ঘোষ	৬৬৮৭/-	৩১.০৩.২০২০
৬	লেকটাউন শাখা	তপতী দাস	১৪৫২৬/-	১৮.০৩.২০১৫
৭		আভা দাস	২৩১২৬/-	০১.০১.২০০৭
৮		সংযুক্তা রায়	১০২৩৭/-	০৬.০৬.২০১৮
৯		কমলা সাহা শ্রী কৃষ্ণ সাহগা	২৩১২৬/-	০৬.০৬.২০১৮
১০		দীপঙ্কর বিশ্বাস	১৮১২৬/	০১.০১.২০১২
১১		সন্তোষ সাহা	১৩২৭৬/-	০১.০৪.২০১৭
১২		ভারতী রায়	১৮১২৬/-	০১.০১.২০১৩
১৩		মৃদুল কুমার দাস	২৪৩৯৯/-	১০.০৬.২০১২
১৪		অতীন কুমার রায়	৮৭৮৭/-	২৮.১০.২০০৯
১৫	শিবপুর শাখা	সাহা সুব্রত	৭৭৩৭/-	২০১৬

তারিখ : ২৮.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ("**কোড**") অধীনে এবং তৎসহ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফি ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩(১) ("**লিকুইডেশন রেগুলেশনস**") অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সাধারণভাবে জনসাধারণের জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে বার্কলে এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড-এর নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি "**যেখানে যেমন আছে**" **এবং** "**যেখানে যা আছে**" "**যেমন অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" লিকুইডেশনের অধীনে নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সম্পত্তির বিস্তারিত (লাখ টাকায়)

লট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	৪র্থ তল অফিস স্পেস অ্যাপার্টমেন্ট নাম "মীরা মহল" অবস্থিত : প্রেমিসেস নং ৩এ, মুজফফর আহমেদ স্ট্রিট (রিপন স্ট্রিট নামেও পরিচিত) হোল্ডিং নং ১০০, পুলিস পেট্রোল পাম্প (বাটা মোড়) নিকট, পো. এবং থানা - পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ৬৩	৩১.৫	৩.১৫	০.৬৩
২	আর্থিক সম্পদ (ঋণদাতা, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ) পরিহার লেনদেনের আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়া	৭২	৭.২	১.৪৪

দর আবেদন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২.০৪.২০২৪, বিকেল ৫.৩০টা।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২.০৪.২০২৪, বিকেল ৫.৩০টা।। বিডিংয়ের শেষ তারিখ ২৪.০৪.২০২৪, দুপুর ২.৩০টা।

বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে

১. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্যের কাছে বিবৃত করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. ডাক জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে আগ্রহী দরদাতাদের সাইটে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত । লিকুইডেটর ই-নিলাম করা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৩. আগ্রহী দরদাতারা "**বার্কলে এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড**" এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে-**বার্কলে এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, আইএফএসসি কোড PUNB0318300**। ড্রাফ সমবায়-ব্যাঙ্কের হলে চলবে না।
৪. দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রিতে অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য **"www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html"** দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৮.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
জয় নারায়ণ গুপ্তা
লিকুইডেটর, মেসার্স বার্কলে এন্টারপ্রাইজেস লি.
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00371/2017-2018/10628

যোগাযোগের ঠিকানা : ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রা. লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭, **ip.belcirp@gmail.com**
নথিভুক্ত ঠিকানা - ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭
cajainarayangupta@gmail.com

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, "জীবন সুধা বিল্ডিং", ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/75/2020 20/02/2024
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী সুশান্ত ভুঁইয়া

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী সুশান্ত ভুঁইয়া
গ্রাম - সাদাতপুর, পো. রাখাজঙ্গল, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১৩০৪

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/51/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৮৯৯৫৯৫.০০ টাকা (আঠার লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ পঁচানব্বই টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১২.৯০ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **০১.০৪.২০১৬** থেকে সমুদয় শুল্ক **২৬০০৫ (ছাব্বিশ হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১০.০৬.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ২০.০২.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/65/2023 14.03.2024
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী অভিজিৎ দে এবং অন্যান্য

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী অভিজিৎ দে,
পিতা অজিত কুমার দে আশীর্বাদ বিল্ডিং বিডি ৩ রবীন্দ্র পল্লী কৃষ্ণপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ কেষ্টপুর নিকট থানা - রাজারহাট অধীন কলকাতা - ৭০০১০১
(সিডি ২) শ্রী শ্যামল কুমার মন্ডল, পিতা প্রয়াত কালীপদ মন্ডল পূর্বাচল হাউজিং এস্টেট ক্লাস্টার ৮ ফ্ল্যাট নং কে/৮ সল্টলেক সিটি কলকাতা, কলকাতা - ৭০০০৯১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/819/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **৩৪৮৫৮৮৮.৬৬ টাকা (চৌত্রিশ লাখ পঁচাশি হাজার আটশ অষ্টআশি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ৯.২৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক ০৬.০৮.২০১১ থেকে সমুদয় শুল্ক **৩৭০০০ (সাঁয়ত্রিশ হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৭.০৪.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ১৪.০৩.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার, অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ("**কোড**") অধীনে এবং তৎসহ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফি ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩(১) ("**লিকুইডেশন রেগুলেশনস**") অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। সাধারণভাবে জনসাধারণের জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে আরএনএম ইনফ্রা প্রা. লি.-এর নীচে বর্ণিত সম্পদগুলি "**যেখানে যেমন আছে**" **এবং** "**যেখানে যা আছে**" "**যেমন অবস্থায় আছে**" **এবং** "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" লিকুইডেশনের অধীনে নীচের সারণীতে উল্লিখিত তারিখে বিক্রয় করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নীচের টেবিলে উল্লিখিত হবে। ওয়েব পোর্টাল **www.airauctioneer.com** এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে। সাধারণ জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট দ্বারা বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সম্পত্তির বিস্তারিত (লাখ টাকায়)

লট নং	সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং জি-১, ১ম তল, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৯৮৪ বর্গফুট এসবিইউ, ৮০৭ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া হুগলি - ৭১২২০১	২২.৫	২.২৫	০.৪৫
২	সাথী অ্যাপার্টমেন্ট অফিস রুম নং জি-২, ১ম তল, ৩০ মুখার্জি পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৭, শ্রীরামপুর ৮৮৭ বর্গফুট এসবিইউ, ৭২৭ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া হুগলি - ৭১২২০১	২০.৫	২.০৫	০.৪১

দর আবেদন ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২.০৪.২০২৪, বিকেল ৫.৩০টা।
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২২.০৪.২০২৪, বিকেল ৫.৩০টা।। বিডিংয়ের শেষ তারিখ ২৪.০৪.২০২৪, দুপুর ২.৩০টা।

বিক্রয় প্রক্রিয়া নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে :-

১. উপরোক্ত তফসিলে উল্লিখিত সম্পদের বিবরণ লিকুইডেটরের সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বিবৃত করা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য লিকুইডেটর জবাবদিহি করতে পারবে না।
২. ডাক জমা দেওয়ার আগে সম্পদ এবং স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে পরিদর্শন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে। নিলামে রাখা সম্পদের পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে আগ্রহী দরদাতাদের সাইটে প্রকাশের তারিখ থেকে নথি এবং ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত । লিকুইডেটর ই-নিলাম করা সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার বা অন্য কারো কাছে কোনো চার্জ, লেনদেন, দায়বদ্ধতা বা অন্য কোনো পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। ইচ্ছুক দরদাতাকে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সহ সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
৩. আগ্রহী দরদাতারা "**আরএনএম ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড**" এর পক্ষে ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত সারণীতে উল্লিখিত শেষ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে হবে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে-**আরএনএম ইনফ্রা প্রা. লি., অ্যাকাউন্ট নং ২১৮৬০০২১০০২৩৭১৯৪, আইএফএসসি কোড PUNB0218600**। ড্রাফট সমবায়-ব্যাঙ্কের হলে চলবে না।
৪. দরদাতাদের তাদের দর জমা দেওয়ার আগে এবং ই-নিলাম বিক্রিতে অংশ নেওয়ার আগে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য **"www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-notice-insolvency.html"** দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

তারিখ : ২৮.০৩.২০২৪
স্থান : কলকাতা
কনকাভা রায়
লিকুইডেটর, মেসার্স আরএনএম ইনফ্রা প্রা. লি
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-003/IPA-ICAI-N-00204/2018-2019/12456

যোগাযোগের ঠিকানা : ইনটেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশনস প্রা. লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ৩য় তল, ২৫, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৮৭, **cirp.rnminfra@gmail.com**
নথিভুক্ত ঠিকানা - ৭৮ বোসপুকুর পূর্বপাড়া রোড, লোকনাথ অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০১০৭,
kanak1686@gmail.com

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - ৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.০৬.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী তাপস ঘোষ এবং শ্রীমতি তন্দ্রিমা ঘোষ** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৬,৪১,৩৫৫.০০ টাকা (যোলো লাখ একচল্লিশ হাজার তিনশ পঞ্চান্ন টাকা) টাকা ১৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৬,৪১,৩৫৫.০০ টাকা (যোলো লাখ একচল্লিশ হাজার তিনশ পঞ্চান্ন টাকা) টাকা ১৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা বা ৮ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা পাকা বসবাসের ভবন মোট পরিমাণ আনুমানিক ১৫০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, এক বেড রুম, এক লিভিং রুম, এক ডাইনিং রুম, এক টয়লেট, এক কিচেন, সিঁড়ি এবং এক গ্যারেজ এবং একটি বৃক্ষ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, মৌজা : রাজপুর, জেএল নং ৫৫, আরএস নং ১০৯, সিএস খতিয়ান নং ৯০/২, দাগ নং ২৫৭৪ রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ১৭, হোল্ডিং নং ১৮১, এম এন রায় রোড, থানা : সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৪৯, দলিল নং ১-০৯৮৯৭-২০১২, পৃষ্ঠা ৩৫৭৫-৩৫৯০, সিডি ভলুম নং ৩৫, ডিএসআর ৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল শ্রী তাপস ঘোষ এবং শ্রীমতি তন্দ্রিমা ঘোষ এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : অবশিষ্ট জমি দাগ নং ২৫৭৪, দক্ষিণে : জমি দাগ নং ২৫৭৬, পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : এম এন রায় রোড।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৭.০৩.২০২৪, স্থান - কলকাতা | অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড
(পূর্বের, এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্য স্কীম অফ অ্যামালগেমেশন-এর অধীনে যারা একত্রীকরণ করেছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি.-এর সঙ্গে ডিসেম্বর 4ঠা 2023-তে)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিং লিমিটেড (পূর্বের, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি. যারা একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স লি.-এর দ্য স্কীম অফ অমালগামেশন-এর অধীনে একত্রীত হওয়ার দ্বারা যার অনুমোদন করেছে এনসিএলটি মুম্বাই সেই সঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, ('এলটিএফ') যা 12ই এপ্রিল, 2021-এ এবং এখন এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স লি. একত্রীত হয়েছেন এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লি (এলটিএফএইচ)-এর সঙ্গে যা 4ঠা ডিসেম্বর 2023-ত।) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী/রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী/রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H0054112062106 2401 & H0054113062112 2230	1. মণিকান্ত লাডিয়া ঋণগ্রহীতা হিসাবে 2. মীনা লাডিয়া সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে 3. গঙ্গাধর লাডিয়া সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে 4. সীতা দেবী লাডিয়া সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে	**অনুসূচি – I** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : বর্তমানে দক্ষিণ দমদম পৌরসভার সীমার মধ্যেই পৌরসভা ওয়ার্ড নং 29 অধীনে পৌরসভা পরিসর নং 25, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বারযুক্ত উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা লেকটাউন অন্তর্গত মৌজা শ্যামনগরে আর.এস. খতিয়ান নং 726, জে.এল. নং 17 (এখন32/40), আর.এস. নং 180, তৌজি নং 228 এবং 229 অধীনে আর.এস. দাগ নং 460'র অংশ গঠন করা প্রায় 2 কাঠা, 15 ছটাক এবং 17 বর্গফুট পরিমাপের জমি জুড়ে নির্মিত কথিত ইমারতের কমন এরিয়ারের ওপর জমির আনুপাতিক অবিভক্ত পক্ষপাতহীন শেয়ার সহ একত্রে পরিসর নং 25, বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ ব্লক সি, থানা লেকটাউন, পোষ্ট অফিস বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ, কোলকাতা 700505'তে বা ওপর গড়া ও নির্মিত ইমারতের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে একটা গ্যারাজ স্পেস, 2 সার্ভেন্ট কোয়ার্টার, 1 টয়লেট এবং 1 পাম্প রুম থাকা প্রায় 390 বর্গফুট মোট পরিমাপ সহ সমগ্র রুফ টপের সঙ্গে একত্রে প্রায় 1965 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের সমগ্র 3য় তল। ফ্ল্যাটের জমি ও ইমারত নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ : পরিসীমা – পূর্ব – আবাসনিক ফ্ল্যাটসমূহ সহ বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ সুপার মার্কেট; পশ্চিম – শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী মুখার্জীর প্লট নং 24; উত্তর – প্লট নং 1; দক্ষিণ – 20 ফুট চওড়া রাস্তা; **অনুসূচি – II** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যেই উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা রাজারহাট অন্তর্গত মৌজা ভাতেণ্ডা'তে জমিদার খতিয়ান নং 336, সি.এস. খতিয়ান নং 346, আর.এস. খতিয়ান নং 188, এল.আর. খতিয়ান নং 1755'র অংশ গঠন করা প্রায় 14.89 দশমিক অর্থাৎ 8 কাঠা এবং 14 ছটাক পরিমাপের জমির প্লটে বা ওপর গড়া ও নির্মিত 'অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত ইমারতের 4র্থ তলে প্রায় 768 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ডি/2। পরিসীমা পূর্ব – ইমারতের খালি এরিয়া পশ্চিম – কমন প্যাসেজ উত্তর – কমন সিঁড়ি দক্ষিণ – ফ্ল্যাট নং ডি/3 **অনুসূচি – III** সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : রাজারহাট বিষ্ণুপুর 1 নং গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যেই উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা রাজারহাট অন্তর্গত মৌজা ভাতেণ্ডা'তে জমিদার খতিয়ান নং 336, সি.এস. খতিয়ান নং 346, আর.এস. খতিয়ান নং 188, এল.আর. খতিয়ান নং 1755'র অংশ গঠন করা প্রায় 14.89 দশমিক অর্থাৎ 8 কাঠা এবং 14 ছটাক পরিমাপের জমির প্লটে বা ওপর গড়া ও নির্মিত 'অনুভব অ্যাপার্টমেন্ট হিসাবে নামযুক্ত ও জ্ঞাত ইমারতের 4র্থ তলে প্রায় 510 বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং ডি/5। পরিসীমা পূর্ব – কমন প্যাসেজ পশ্চিম – ইমারতের খালি এরিয়া উত্তর – ফ্ল্যাট নং ডি/6 দক্ষিণ – ফ্ল্যাট নং ডি/4	08-12-2023	06-12-2023 তারিখের হিসাবে টাঃ1,04,17,846.13/-	23-03-2024 প্রতীকমূলক দখল
H1729922062111 2146 & KOLHL2 0000003	1. মেসার্স ঋষি এন্টারপ্রাইস (ইহার ডাইরেক্টর্স/প্রপাইটার জীতাঞ্জলী মিশ্র মাধ্যমে) ঋণগ্রহীতা হিসাবে 2. জীতাঞ্জলী মিশ্র, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ 3. উমেশ মিশ্র, সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : সম্পত্তির ঠিকানা : হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, পশ্চিমবঙ্গ 711204'র চৌহদ্দির মধ্যেই পরিসর নং 40, অভয় গুহ রোড, থানা বেলুড়, পূর্বতন বালি, জেলা – হাওড়া, ওয়ার্ড নং 25 হওয়া, জে.এল. নং 16, আর.এস. দাগ নং 2900 এবং 2901, কনফিডেন্সিয়াল এল.আর. দাগ নং 3115, 3117, খতিয়ান নং 1329 (পুরাতন 1098)'য়ে সম্বলিত বালি(এম) মৌজা ব্যারাকপুরে থাকা ও অবস্থিত 8 কাঠা, 3 ছটাক এবং 29 বর্গফুট পরিমাপের জমির অবিভক্ত অনুপাতিক শেয়ার সহ একত্রে 1036 বর্গফুটের সুপার বিল্ড আপ এরিয়া থাকা, ইমারতের 6ষ্ঠ তলে ফ্ল্যাট নং 6–এ	15-01-2024	15-01-2024 তারিখের হিসাবে টাঃ47,61,257.18/-	22-03-2024 প্রতীকমূলক দখল

নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করতে সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তিতে যেকোন লেনদেন করা, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/অর্থাদি পাওয়া পর্যন্ত আরো সুদ ও অন্যান্য মাসুলের সঙ্গে একত্রে দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থরাশির জন্যে এলঅ্যাণ্ডটি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

তারিখ: 28.03.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড-এর তরফে

সাংসদ তহবিলের টাকার উন্নয়ন খতিয়ান শ্বেতপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের মুহূর্তে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খতিয়ান তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশ করল উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বর্তমান সাংসদ খগেন মুর্মু। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাতিয়ান মোড় এলাকার বিজেপির কার্যালয়ে এই শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। সাংসদ খগেন মুর্মুর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরাতন মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা, দলের উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত প্রমুখ।

এদিন দলীয় কার্যালয়ে বসেই গত পাঁচ বছরে সাংসদ থাকাকালীন কি কি উন্নয়নমূলক কাজ কেন্দ্র সরকারের বরাদ্দ অর্থে হয়েছে তার বিস্তারিত খতিয়ান তুলে ধরেন বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তর মালদা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হয়ে আমি জয়ী হয়েছিলাম। এরপর থেকে সাংসদ তহবিলের টাকায় একাধিক রাস্তা হয়েছে। স্কুল বিল্ডিং হয়েছে। রেলের আন্ডারপাসের অনেক জায়গায় কাজ হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এবং মালঞ্চপল্লি এলাকা। এছাড়াও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের পাঁচটি স্টেশন কুমেদপুর, সামসি, মালদা কোর্ট স্টেশন, ভালুকা রোড এবং হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনকেও পরিকাঠামোগত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

সাংসদ তথা উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু আরো বলেন, তিনি সাংসদ থাকাকালীন বন্দে ভারতের মতো ট্রেন মালদায় স্টপেজ পেয়েছে। মালদার ওপর দিয়ে এখন রাজধানী চলছে। সেটিও রেল মন্ত্রককে আবেদন জানানো হয়েছিল। এছাড়াও মালদা থেকে বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেসও চালু হয়েছে। সামসিতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আন্ডার পাস তৈরি হবে। এটি তৈরি হলে যানজট সমস্যা একেবারেই মিটে যাবে। উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু আরও বলেন, সাংসদ তহবিলের টাকায় গত পাঁচ বছরে প্রতিটি বুথস্তরে একটি করে সোলার টাওয়ার বসানো হয়েছে। গরিব মানুষদের চাল, গম, ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রেও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতা করায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ এখনো করা যায়নি। মালদায় বিমান চলবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই প্রস্তাব দিয়ে এসেছি। রাজ্য সরকার এতদিন বিমান চলা নিয়ে অনেক টালমাটাল করল। এটা কেন্দ্র সরকারই করে দেখাবে। মালদার আশেপাশের জেলাগুলিতে নবোদয় বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয় যাতে মালদায় তৈরি হয় সেব্যাপারেও পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয় তৈরির ক্ষেত্রে জায়গা দেখার কাজ চলছে।এদিন এরকমই ভাবে গত পাঁচ বছরের সাংসদ তহবিলের টাকায় একগুচ্ছ সার্বিক উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, এই শ্বেতপত্র নিয়েই মানুষের দুয়ারে ঘুরছি। সকলকে জানাচ্ছি সাংসদ থাকাকালীন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র শুধু নয় দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে।

হুগলি জেলার তিনটি লোকসভাই তৃণমূলের হবে, দাবি কল্যাণের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বহরমপুরে ইউসুফ পাঠান প্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বহিরাগত আবার কি? বেনারসে নরেন্দ্র মোদি তো বহিরাগত। ইউসুফ পাঠান তো ইন্ডিয়ান দলকে রিপ্রেজেন্ট করে। মোদিও ইন্ডিয়ান, মোদি তো বিশ্বে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। এভাবেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিলেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মিতালি বাগের হয়ে পুরশুড়া ব্লকে প্রচার করেন এবং কর্মিসভা করেন তিনি। এদিন তৃণমূলের এই কর্মসূচিতে প্রার্থী মিতালি বাগ ছাড়া আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, রামেন্দু সিংহ রায়, পলাশ রায় ও পুরশুড়া ব্লকের তৃণমূল সভাপতি যশোবন্ত ঘোষ, খোকন মল্লিকসহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, ভোটের সময় সমস্ত তৃণমূল কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই এই বর্ষীয়ান নেতা পুরশুড়ায় আসেন। কিন্তু তিনি তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কতটা মেটাতে পারবেন তা নিয়ে যথেষ্টই চিন্তা আছে। বর্তমানে পুরশুড়া বিধানসভা বিজেপির শক্তঘাঁটি। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ একজন দক্ষ সংগঠন। কেবল পুরশুড়া নয় সারা আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি হিসাবে বিমান ঘোষ কাজ করছে। এই রকম এক বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে তৃণমূল নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কর্মীদের কতটা অক্সিজেন দিয়ে গেলেন তা লোকসভা ভোটের বিভিন্ন কর্মসূচি দেখেই বোঝা যাবে। হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে জমজমাট লড়াই হবে। বিজেপি প্রার্থী অরূপ দিগার প্রচার শুরু করে দিয়েছে। এই কেন্দ্রে সিপিএম ও কংগ্রেস জোট নিশ্চয়ই প্রার্থী দেবে। এখনও প্রার্থী দেয়নি তারা। ত্রিমুখী লড়াই হলে ভোট ভাগাভাগিতে কী সমস্যা হবে? পুরশুড়ায় এসে তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হুগলি জেলার তিনটি লোকসভার মধ্যে তিনটি পাবে তৃণমূল। আরামবাগ লোকসভা নিয়ে কোনও চাপ নেই। দল আমাকে বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে পাঠাচ্ছে। তাই এসেছি। বিধায়করা আরামবাগের পঞ্চায়েত ধরে রাখতে পারেনি। মানুষও দেখে নিয়েছে। এই বিধায়কগুলো কোনও কাজের নয়। এই বিধায়কগুলো শুধু দিল্লি গিয়ে বাংলার মানুষের একশো দিনের কাজের টাকা কিভাবে বন্ধ করতে হয়, কিভাবে মানুষের পেটে লাথি মারতে হয়, বাঙালিদের বিরোধিতা কিভাবে করতে হবে, গুজরাতিদের পদ সেবন কিভাবে করতে হবে, এই সব করে বেরোচ্ছে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের জেতার কোনও চান্স নেই। দেবাংশু জিতবে। সবমিলিয়ে এই ভাবেই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে তোপ দাগেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী আরামবাগ ব্লকের খানাকুল ও আরামবাগেও কর্মিসভা করেন।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হলনে ভূমিকন্যা রেখা পাত্র

বারাসাতেও প্রচার শুরু বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: প্রার্থী তালিকা প্রকাশ পেতেই ময়দানে বসিরহাট ও বারাসাত দুই লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্র সন্দেশখালিতে ফিরলেন। যখন রেখা পাত্র সন্দেশখালি আন্দোলনের গণ্ডি পেরিয়ে রাজ্য তথা জাতীয় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, ঠিক তখনই লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মধ্য দিয়ে চমক দিয়েছিল বিজেপি নেতৃত্ব। সন্দেশখালির ভূমি কন্যা এবং সন্দেশখালি আন্দোলনের অন্যতম মুখ রেখা পাত্রকে বিজেপি প্রার্থী মনোনীত করেছে। প্রার্থী মনোনীত হওয়ার পর এই প্রথম সন্দেশখালির মাটিতে পা রাখলেন রেখা পাত্র। রেখা পাত্রকে এদিন শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে তাকে স্বাগত জানানো হয় সন্দেশখালিতে। যারা রেখার বিরোধিতা করে পোস্টার ছাপিয়েছিল তারাও ক্ষমা চেয়ে আবার রেখার সঙ্গে একযোগে ভোটে লড়ার আকুতিও জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের পর সন্দেশখালি সহ গোটা বসিরহাট জুড়েই রেখার জয়জয়কার। ইতিমধ্যে রেখা পাত্রের সমর্থনে দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে সন্দেশখালিতে। সন্দেশখালিতে একটি কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে রেখা পাত্র এদিন প্রচারও শুরু করে দেন।

এর পাশাপাশি এদিন হাবড়া থেকে ভোট প্রচারের কাজ শুরু করলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী স্বপন মজুমদার। এদিন হাবড়ার কুমড়া পঞ্চায়েত এলাকায় এসে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি নিজের হাতে দেওয়াল লিখলেন। এলাকার বাজারে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব সারলেন। এক মতুয়া ভক্তের বাড়িতে অনুষ্ঠানেও যোগদান করলেন তিনি। পাশাপাশি তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে তিনি ২ লক্ষ ভোটে জিতবেন। ২০১৯ লোকসভা ও ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় কর্মীরা তৃণমূলির হাতে মার খেয়েছিলেন, অনেকের বাড়িঘরেও হামলা করা হয়েছিল, ঘর ছাড়া ছিলেন অনেক বিজেপি কর্মী সমর্থক। সেক্ষেত্রে দলীয় নেতৃত্বদের সেভাবে তারা পাশে পায়নি বলে বিজেপি কর্মীরা অভিযোগ তুলেছিলেন। যা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী এদিন প্রচারে দলীয় কর্মীদের আশ্বস্ত করে বললেন তিনি সব সময় পাশে থাকবেন যেমন বিধায়ক হয়ে বনগাঁর মানুষের পাশে রয়েছেন। ফলে বারাসাত ও বসিরহাট কেন্দ্রের লোকসভা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গেরুয়া শিবিরের দুই প্রার্থী।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার অমৃতপালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বাইককে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার ধারে সরকারি বাস উলটে বাইকে থাকা এক মহিলা সহ দু'জনের মৃত্যু হল। বেহাল রাস্তার কারণেই দুর্ঘটনা অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ এলাকাবাসীর।

রাইপুর থানার অমৃতপালের কাছে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে ধাক্কা দেয় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইকে। বাইকে সে সময় সওয়ার হয়েছিলেন এক মহিলা সহ দু'জন। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। পরে বাসটি রাস্তার ধারে উলটে যায়। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসটি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে। স্থানীয় উদ্ধারকারীদের দাবি, ঘটনায় তেমন চোট লাগেনি কোনও বাসযাত্রীর। এই দুর্ঘটনার পরই এলাকার মানুষ বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

তাঁদের দাবি, রাস্তা সংস্কারের নামে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা খুঁড়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় রাস্তায় বারংবার দুর্ঘটনা ঘটছে ও মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। অবিলম্বে রাস্তা মেরামতের কাজ সম্পূর্ণ করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা। রাইপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠিয়েছে। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

উদ্ধার শিবলিঙ্গ মুসলিমের বাড়িতে, মন্দিরের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: এ এক অন্য ঘটনার সাক্ষী রইল করুই এলাকার মানুষরা। হিন্দুদের শিব ঠাকুর পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়ার পর রাখা ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে। সেই শিবলিঙ্গ দিয়ে দিল হিন্দু ধর্মের মানুষদেরকে।

পুকুর থেকে মাটি কাটার সময়ে পাথরের শিবলিঙ্গ উদ্ধার হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ ব্লকের করুই অঞ্চলের করুই গ্রামে। সেটি নিয়ে হইচই পড়ে যায় এলাকার মানুষদের মধ্যে। উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গটি গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের একজনের বাড়ির গাছতলায় রাখা ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষরা করুই গ্রামের হিন্দু এক যুবক রাজা মাঝির হাতে তুলে দেয় শিবলিঙ্গটি। রাজা মাঝি তাঁর বাড়িতে পাথরের শিবলিঙ্গটি এনে পুজো শুরু করে দেয়। শিবলিঙ্গ উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছে রাজা মাঝির বাড়িতে। বুধবার এলাকার মানুষরা জানান, পাথরের শিবলিঙ্গটি রাজা মাঝির বাড়িতে রয়েছে। পাড়ার সকল মানুষদের সহযোগিতায় একটি মন্দির তৈরি করা হচ্ছে, উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গটি রাজা মাঝির বাড়ি থেকে এনে পুজোর ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। নতুন মন্দির তৈরি করার তোরজোর শুরু করেছে।

বিজেপি সাংসদের নানা বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা ভোটের মুখে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মুর প্রশাসনিক একাংশ কর্তাদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন ব্যানার্জি। বুধবার দুপুরে পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু জেলা প্রশাসনের একাংশ কর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানোর কথা বলেন। আর তাতেই নির্বাচনের মুখে জেলা রাজনীতিতে ব্যাপক হইচই পড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি রীতিমতো বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর বিরুদ্ধেই তুমুল সমালোচনা করেছেন। এমনকী বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন সে কথাও তৃণমূল প্রার্থী সাংবাদিকদের সরাসরি জানিয়েছেন।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে উত্তর-মালদার বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ খগেন মুর্মু অভিযোগ করে বলেছেন, এই কেন্দ্রে তৃণমূলের যিনি প্রার্থী হয়েছেন তার হয়ে জেলা প্রশাসনের একাংশ কাজ করছে। এমনকী প্রাক্তন আইপিএস কর্তা তথা তৃণমূল প্রার্থীর নির্দেশে কিছু পুলিশ অফিসাররা একটি বেসরকারি লজেও ভোট প্রসঙ্গ নিয়ে নাকি মিটিংও করেছেন। বিজেপি সাংসদ খগেনবাবুর এই মন্তব্যের জেরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

এ প্রসঙ্গে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল দলের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, আসলে বিজেপি প্রার্থী নিজের পরাজয় বুঝতে পেরে এখন থেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। গত পাঁচ বছরে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি দলের সাংসদ হয়েও মানুষের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ রাখেননি। কোনো উন্নয়নমূলক কাজ তিনি করেননি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রচারে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে মানুষের অসন্তোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। তাই এখন দিশেহারা হয়ে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন বিজেপি প্রার্থী। আসলে এখন উনার বিশ্রাম নেওয়ার সময় চলে এসেছে।

তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি আরো বলেন, মানুষের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন নিয়ে যেভাবে জোয়ার এসেছে, সেটা আর বিজেপি থামাতে পারছে না। ওদের কাছে কোনও ইস্যু নেই। প্রশাসন সবসময়ই নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ক্ষেত্রেই তৎপর। এই ধরনের ভিত্তিহীন মন্তব্য বিজেপি প্রার্থীর মুখে মানায় না। অন্যদিকে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বলেন, প্রশাসনের একটা অংশ তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে। ভোট লুঠ করতে সাহায্য করবে ওরা। তাই একাংশের বিরুদ্ধেই আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।

৬৪তম বিশ্বনাট্য দিবস উপলক্ষে প্রকাশ পেল ইলোরা বার্ষিক পত্রিকা বুধবার বোলপুরে এই উপলক্ষে একটি নাটক উপস্থাপন করেন নৃত্য নিকেতনের কলাকুশলীরা।

জুন মালিয়ার বিরুদ্ধে বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নির্বাচনী প্রচারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, সবুজ সাথীর মতো সরকারি প্রকল্পের ট্যাবলোতে শিশুদের ব্যবহার করে বিতর্কে জড়ালেন মেদিনীপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া। তার বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। নির্বাচনী প্রচারে সরকারি প্রকল্পের ট্যাবলোতে শিশুদের ব্যবহার করা হয়েছে কেন? এই প্রশ্ন তুলে নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি।

বুধবার মেদিনীপুর শহরের বড়তলা কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়া প্রচারে শুরু করতেই বিভিন্ন তরকারির প্রকল্পের ট্যাবলো তার প্রচার মিছিলে অংশ নেয়। সরকারি প্রকল্পের ট্যাবলোতে কেন শিশুদের ব্যবহার করে কেন নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করা হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হলে জুন মালিয়া বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই, দলের মহিলা কর্মীদেরকে বলব প্রচারের ট্যাবলো থেকে শিশুদের সরিয়ে নিতে।

তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে ধৃত স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসার গোপালপুরে গত ১৯ তারিখে গভীর রাতে তৃণমূল কর্মী পবিত্র বিশ্বাসকে পিটিয়ে মারার অভিযোগে ধৃত শম্ভু দাস ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণিমা দাসকে নিয়ে বুধবার সকালে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন ওই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন কাঁকসা থানার পুলিশ, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল,কাঁকসা থানার আইসি পার্থ ঘোষ।

এদিন এলাকায় পুনরায় যাতে কোনও রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না হয় তাই আগে থেকেই গোটা এলাকায় মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন শম্ভু দাস ঘটনার দিন কী ভাবে পবিত্রকে কাঠের বেস বলের ব্যাট দিয়ে মেরেছিলেন ও তারপর কী কী ঘটেছিল তার পুনর্নির্মাণ করে দেখায়। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই দু'জনকে ফের মহকুমা আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁদের নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। পিটিয়ে মারার উদ্দেশ্য কী ছিল সেটা এখনও স্পষ্ট হয়নি। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দেওয়া অভিযোগপত্রে অনেকের নাম রয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নির্বাচনে রাজ্যপালের যা ভূমিকা, তা পালনের দাবি আনন্দ বোসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: লোকসভা নির্বাচনে একজন রাজ্যপালের যা ভূমিকা হওয়া উচিত, তিনি সেই ভূমিকাই পালন করবেন বলে বুধবার আসানসোলে কাজি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অণ্ডাল বিমানবন্দরে এসে জানান সিভি আনন্দ বোস।

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় হিংসাত্মক ঘটনা সামনে এসেছে। সেই প্রসঙ্গে জানাতে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস স্পষ্ট জানালেন,ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি অভিযোগ রাজভবনে জমা পড়েছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে সেগুলি নির্বাচন কমিশন খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পাশাপাশি রাজ্যপাল জানান, এই লোকসভা নির্বাচনে একজন রাজ্যপালের যে ভূমিকা হওয়া উচিত তিনি সেই ভূমিকাই পালন করবেন।

বুধবার আসানসোলে কাজি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অণ্ডাল বিমানবন্দরে এসে নামেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অণ্ডাল বিমানবন্দরের বাইরে তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর সড়ক পথে আসানসোলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। অণ্ডাল বিমানবন্দরে নামার পর সাংবাদিকদের প্রথমেই তিনি বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণলোকে যাওয়ার প্রসঙ্গে জানান, তিনি শান্তির দূত ছিলেন। অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ হিসাবে সুপরিচিত। তাঁর এই পরলোক গমনে দেশের বিরাট ক্ষতি হল।

গড়াল রেলের চাকা, কথা রাখলেন রানাঘাটের প্রাক্তন সাংসদ জগন্নাথ সরকার

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। প্রথম কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত গড়াল রেলের চাকা। আর যা দেখতে শয়ে শয়ে মানুষ রাস্তার দুই ধারে অপেক্ষায় ছিল। নদিয়ার কৃষ্ণনগর আমঘাটা রেললাইন পরিদর্শন এলেন পূর্ব রেলের ডিআরএম দীপক নিগম। বুধবার প্রথম কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেনের ট্রায়াল রান হল। প্রায় ১৪ বছর আগে কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ ধাম পর্যন্ত ন্যারোগেজ ট্রেন চলাচল করত। যার নাম ছিল চৈতন্য এক্সপ্রেস। পরবর্তীকালে তা বন্ধ হয়ে যায়। রেল দপ্তরের উদ্যোগে আবারও নতুন করে কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ ধাম পর্যন্ত ব্রডগেজ ট্রেন চালু করার চিন্তাভাবনা করা হয়। সেইমতো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রেল দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু হয় রেললাইন তৈরি করার। জমি জটের দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর অবশেষে কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত ট্রেন চালু করার চিন্তা ভাবনা নেয় রেল দপ্তর। সেই কাজ প্রায় পরিসমাপ্তির দিকে। এদিন আমঘাটা রেললাইন পরিদর্শনে যান পূর্ব রেলের ডিআরএম দীপক নিগম। তিনি বলেন, বুধবার প্রথম ট্রেনের ট্রায়াল রান করা হবে। ইলেকট্রিক সিগন্যাল, রেলগেট সহজে প্রযুক্তি রয়েছে তা সব ঠিকঠাক থাকলে আর কিছুদিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়ে যাবে ট্রেন চলাচল। যারা এই দায়িত্বে রয়েছে তারা আজকেই সম্পূর্ণ রিপোর্ট রেল দপ্তরের কাছে পেশ করবে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী সাধারণ মানুষের জন্য যত দ্রুত সম্ভব চালু করা হবে পরিষেবা। তবে লোকসভা ভোটের আগে এই ট্রেন চালুর প্রশ্ন নিয়ে তিনি বলেন, এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো সম্পর্ক নেই। এটা দীর্ঘদিন আগে থেকেই চালু করার চিন্তা ভাবনা চলছিল। কিছু সমস্যা কাটিয়ে অবশেষে কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে। পাশাপাশি রেললাইন তৈরিতে কিছু স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতায়াত সমস্যার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, বিভিন্ন দিক থেকে অভিযোগ এসেছে। সাধারণ মানুষের যাতে সমস্যা না হয় সে দিকটাও আমরা চিন্তা ভাবনা করব। আর নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত এই ট্রেন চালানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। যদিও আমঘাটা পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ে ট্রেন চালু হতে চলেছে। রেল কর্তৃপক্ষের সাথে বেশ কয়েকবার এ নিয়ে মিটিং ও করেছিলেন যাতে দ্রুত ট্রেন পরিষেবা চালু হয়। আর তাই লোকসভা নির্বাচনের আগেই কথা দিয়ে কথা রাখলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার।

দুর্ঘটনায় যুবকের পেটে লোহার রড ঢুকে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: রোজা ভাঙার পর চা খেতে যাওয়ার পথে বাইক দুর্ঘটনায় পেটে লোহার রড ঢুকে মর্মান্তিক মৃত্যু ফুরফুরায়। আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। তিনি বর্তমানে নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজা ভাঙার পর বছর পঁচিশের যুবক মকবুল মাল তাঁর বন্ধু সামসুর শেখকে নিয়ে চা খেতে যাচ্ছিলেন। ফুরফুরার রামপাড়া থেকে হোসেনপুর বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় রাখা জলের পাইপে জোরে ধাক্কা মেরে ছিটকে পড়েন বাইক আরোহী দু'জনই। পাইপ টেনে সরানোর জন্য পাইপে গেঁথে থাকা লোহার রড মকবুলের পেটে ঢুকে যায়। স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত আর এক বাইক আরোহীকে শিয়াখালার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এখন জলের লাইন যাওয়ার জন্য রাস্তার পাশে পাইপ রাখা থাকছে। ফলে রাস্তার পরিসর ছোট হয়ে যায়। এর ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: দ্রুত গতিতে এসে লরির পিছনে ধাক্কা মারল যাত্রীবাহী বাস। বুধবার দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কের সেহারা বাজার এলাকায় সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে শ্রীকৃষ্ণ বাস স্টপেজে। ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে পৌঁছন সেহারা বাজার ফাঁড়ির পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীরা। অল্প সময়ের জন্য বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কে যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়লেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার যান চলাচল শুরু হয় পুলিশের সহযোগিতায়। লরিটিরও খোঁজ চলছে বলে জানা যায় পুলিশ সূত্রে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে মাতল কচিকাঁচারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নেতুরপুর: নেতুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বসন্ত উৎসবে মাতল কচিকাঁচারা। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে দু'দিন বিদ্যালয় বন্ধ ছিল। বুধবার বিদ্যালয় খোলা হলে ছাত্রছাত্রীরা আবদার করে, শিক্ষক শিক্ষিকাদের কাছে যে তারা আজ হোলি খেলায় মাতবে। তাদের আবদারকে উপেক্ষা করতে পারেননি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ মতো মিড ডে মিল খাওয়ার পর শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বসন্ত উৎসবে হোলি খেলায় মাতল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

তারা প্রথমে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পায়ে আবির দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে নিজেদের মধ্যে আবির ও রং মাখামাখি করল সঙ্গে নেতুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন নেতুরপুর গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রীরা ও শিক্ষিকা বৃন্দ অংশ নিলেন। একে অপরকে রং মাখিয়ে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করলেন। সঙ্গে ছাত্রীরা বসন্তের গান গেয়ে অনুষ্ঠানটিকে আরও আনন্দমুখর ও প্রাণবন্ত করে তুলল।

উল্লেখ্য, সারেঙ্গা ব্লকের এই বিদ্যালয়টি সারা বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে। ছাত্রছাত্রীরা আনন্দ সহকারে উৎসব অনুষ্ঠানগুলি উপভোগ করে। বিদ্যালয়ের শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী মণি মেট্যা বলে, 'আমরা আমাদের বিদ্যালয়টিকে নিজের বাড়ি মনে করি। এখানে যেমন শিক্ষা, শাসন আছে, তেমনই ভালোবাসা, আনন্দ আছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হয়ে থাকবে।' সংসদের খাদ্যমন্ত্রী অর্ণব পন্ডা, সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্যামলী কুম্ভকার বলে, 'আমরা আমাদের বিদ্যালয়টিকে একটি মন্দির মনে করি। আমাদের সমস্ত ভাই-বোনরা হয়তো পড়াশোনায় ভালো হয়ে উঠতে পারছি না। কিন্তু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ আমাদের মধ্যে যে সংস্কৃতি চেতনা ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন তা আমাদের পরম প্রাপ্তি। আমরা যদি সেগুলো সব মেনে চলতে পারি তা হলে আমরা মানুষ হতে পারব।

এদিনের এই বসন্ত উৎসবে সামিল হয়েছিলেন মিড ডে মিলের সঙ্গে যুক্ত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মায়ের। তাঁরাও আবির খেলায় মেতে ওঠেন। সবশেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সকলের জন্য মিষ্টিমুখের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন না কেজরি, পরের বুধবার শুনানি

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: দিল্লি হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অর্থাৎ আবগারি দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরি। সেই মামলায় আগামী ২ এপ্রিল, মঙ্গলবারের মধ্যে ইডির থেকে জবাব তলব করল আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি ৩ এপ্রিল অর্থাৎ বুধবার। অর্থাৎ আগামী এক সপ্তাহের জন্য আটকেই রইলেন তিনি।

ইডির হাতে গ্রেপ্তারি এবং নিম্ন আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছেন কেজরিওয়াল। বুধবার যে সময় সেই মামলার শুনানি হয়, সেই সময় তাঁর স্ত্রী সুনীতা সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, 'দু'দিন আগে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির জল ও নর্দমা সমস্যা নিয়ে জলমন্ত্রী অতিশীকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেই কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে।'

আম আদমি পার্টির প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দকে গত ২১ মার্চ তাঁর বাড়িতে গিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীকে সাত দিনের জন্য হেপাজতে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইডিকে। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় তদন্ত শুরু করেছে এই কেন্দ্রীয় সংস্থাও। কী ভাবে দিল্লির অজস্র মদ বিক্রেতাকে আইন বাঁচিয়ে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হল তার তদন্ত করছে সিবিআই। একই সঙ্গে অভিযোগ, ঘুষের বিনিময়ে ওই অনুমতি পাইয়ে দেওয়ার জন্য দিল্লির সরকারি আবগারি নীতিতে যে রদবদল হয়েছে, তা হয়েছে কেজরির অনুমতি সাপেক্ষেই। তিনি নিজেও এর 'সুফল' পেয়েছেন। তদন্তকারীদের অনুমান, অন্তত ৬০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর থেকে আফস্পা প্রত্যাহার নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন (আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট বা আফস্পা) প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বড় ঘোষণা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। জম্মু ও কাশ্মীরের এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, 'আমরা জম্মু কাশ্মীর থেকে 'সশস্ত্র বল অধিনিয়ম' বা 'আফস্পা' হঠানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছি।'

দশকের পর দশক ধরে হিংসাদীর্ণ জম্মু ও কাশ্মীরে লাগু রয়েছে বিতর্কিত আফস্পা আইন। যার জেরে ওই এলাকায় নিরাপত্তার স্বার্থে যে কারও বাড়িতে তল্লাশি, গ্রেপ্তার ও প্রয়োজনে গুলি চালানোর অবাধ অনুমতি দেওয়া রয়েছে সেনাকে। তবে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর উপত্যকা থেকে আফস্পা আইন প্রত্যাহারের দাবি তুলেছিল সেখানকার একাধিক সংগঠন।

শাহ জানান, সেপ্টেম্বরের আগেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই রাজ্যে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি তা পূরণ করবেন। ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও দাবি করেন, গত পাঁচ বছরে জম্মু ও কাশ্মীরের ছবি পাল্টে গিয়েছে। পাশাপাশি, তিনি মেহবুবা মুফতি এবং ফারুক আবদুল্লাহর শাসনকালের সঙ্গে তুলনা টানেন।

সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শাহ দাবি করেন, 'জম্মু এবং কাশ্মীর থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। আগে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের উপর বিশ্বাস করা হত না। কিন্তু সময় পাল্টেছে। এখন এই পুলিশ বাহিনীই অনেক অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে।' তার পরই শাহ আফস্পা তুলে নেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭০ শতাংশ এলাকা থেকে আফস্পা তুলে নেওয়া হয়েছে। এ বার জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও একই জিনিস কার্যকর হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছি। আলোচনার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া সফল করতে চাই আমরা।'

CORRIGENDUM NOTICE
EXTENSION OF
BID SUBMISSION DATE
NOTICE INVITING
E-TENDER No. 02/2023-24,
Dated- 11.03.2024.
Vide Memo No. 015/004/03/ 04/125 (10),
Dated-11.03.2024.

Due to unavoidable circumstances, all prospective bidders are hereby informed that the Tender inviting authority has extended the last date of bid submission which will be on **08-04-2024 upto 6.30 pm** & Bid opening date will be on **12.04.2024 at 01:30 PM** for the **Balance work for the Establishment of Semi- Automated Animal Feed Mill Plant under RKVY Fund under WB-CADC Debra Project during the Year 2022-23.**

Sd/-
Deputy Project Officer,
WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist.- Paschim Medinipur

বিজয়নের কন্যার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের মামলা ইডির

তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ মার্চ: কেরলের বাম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য পিনারাই বিজয়নের কন্যা বীণার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের মামলা রুজু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বীণার একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা রয়েছে। অভিযোগ দু'টি সংস্থা থেকে বীণার সংস্থায় বেআইনি অর্থ ট্রান্সফার হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা রুজু করল ইডি।

বীণা শুধু বিজয়নের কন্যা নন। তাঁর স্বামীও কেরলের মন্ত্রী। পিনারাই মন্ত্রিসভায় পর্যটনমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন মহম্মদ রিয়াজ। ২০২০ সালে কোভিডের সময়ে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রিয়াজ এবং বীণার চার হাত এক হয়েছিল। রিয়াজ ছিলেন সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সভাপতি।

বিজয়ন কন্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কেরলের কোচির দুই সংস্থা কোচি মিনারেলস এবং রুটাইল লিমিটেড বীণার সংস্থায় ১.২১ কোটি টাকা দিয়েছিল। যা বেআইনি লেনদেন বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, এই দুই সংস্থাতেই সফটঅয়্যার ডেভেলপমেন্টের কাজ করে বীণার সংস্থা। ২০২৩ সালে কেরলের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সমস্তটাই সামনে আসে। তার পর তা ক্রমে জাতীয় স্তরে পৌঁছয়। গত জানুয়ারিতে এই অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রের কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক। তার পর দেখা গেল মার্চে মামলা রুজু করল ইডি। লোকসভা ভোটের আগে যা কেরলের শাসকদল তথা সিপিএমের উপর চাপ তৈরি করল বলেই মত অনেকের। তবে বুধবার দুপুর পর্যন্ত এ নিয়ে সিপিএম বা বিজয়নের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভারতের যুব বেকারদের অনুপাত বেড়ে ৮৩ শতাংশ

আইএলও সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ্যে

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: ভারতে বেকারদের মধ্যে যুব সম্প্রদায়ের অনুপাত বেড়ে হয়েছে ৮৩ শতাংশ! আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি) যৌথভাবে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এই তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। মঙ্গলবার রিপোর্টটি প্রকাশ করেন দেশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে বেকারদের মধ্যে শিক্ষিত যুবকদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০ সালে এই অনুপাত ছিল ৫৪.২ শতাংশ। ২০২২ সালে এই অনুপাত বেড়ে হয়েছিল ৬৫.৭ শতাংশ। বর্তমানে দেশের বেকারদের মধ্যে ৭৬.৭ জন শিক্ষিত যুবক এবং ৬২.২ শতাংশ শিক্ষিত যুবতী। পরিসংখ্যান তুলে ধরে রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, ভারতে বেকারত্বের সমস্যা যে ক্রমশ যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হচ্ছে, তার ইঙ্গিত মিলেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে দেশে বেকারত্ব কমলেও কোভিড অতিমারির সময় এই হার আবারও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই সময়ে কাজ হারান বহু সংখ্যক শিক্ষিত এবং পেশাদার মানুষ। এই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পরেই কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। কেন্দ্র যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে উদাসীন বলে তোপ দেগেছে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএমের মতো দলগুলি। এই বিষয়ে বিজেপির কেউ এখনও মুখ না খুললেও কেন্দ্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জানিয়েছেন, সমস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষায় সরকার হস্তক্ষেপ করবে, এমন মনে করা ঠিক নয়।

বিজেপিতে যোগ দিলেন আপ-এর একমাত্র সাংসদ

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগেই বড়সড় ধাক্কা। আপের একমাত্র লোকসভা সাংসদ সুশীল কুমার রিঙ্কু যোগ দিলেন বিজেপিতে। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন তিনি। তারও আগে কংগ্রেসে ছিলেন এই নেতা।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই ব্যাপক অস্বস্তিতে আপ। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন দলের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই গ্রেপ্তারিকে নিশানা করে লাগাতার আক্রমণ শানাচ্ছে বিজেপি-সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো। তার মধ্যেই ভাঙন শুরু আপ শিবিরে। বুধবার একসঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিলেন আপের দুই জনপ্রতিনিধি। লোকসভা সাংসদ ছাড়াও পঞ্জাবের আপ বিধায়ক শীতল আঙ্গুরাল এদিন বিজেপিতে যোগ দেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালে পঞ্জাবের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিপক্ষ ছিলেন দুই আপ জনপ্রতিনিধি। পশ্চিম জলন্ধর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন সুশীল কুমার। কিন্তু তাঁকে হারিয়ে ওই কেন্দ্রের বিধায়ক হন আপের শীতল। বিধানসভা নির্বাচনে হারের পরেই কংগ্রেস ছেড়ে আপে যোগ দেন সুশীল। ২০২৩ সালের জলন্ধর উপনির্বাচনে তাঁকে টিকিটও দেয় কেজরির দল। বিরাট ব্যবধানে জিতে যান সুশীল। আপের একমাত্র সাংসদ হিসাবে পৌঁছে যান লোকসভায়।

কিন্তু একবছরের মধ্যেই ফের দল বদল। লোকসভা নির্বাচনের আগেই বিজেপিতে যোগ দিলেন সুশীল। শোনা যাচ্ছে, বিজেপির টিকিটেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়বেন তিনি। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েই তাঁর দাবি, পঞ্জাবে কোনও উন্নয়ন করছে না আপ সরকার। সেই জন্যই বিজেপির হাত ধরেছেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবারই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রভনীত সিং বিট্টুও।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

চিফ কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফ্টি যথাক্রমে ২৮ এবং ২৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের মধ্যে (ইয়েলো লাইন) এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে বেলেঘাটা মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত (অরেঞ্জ লাইন) নবনির্মিত ব্রড গেজ শাখা পরিদর্শন করবেন।

সিই/ও অ্যান্ড এম

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বাল্টিমোরের সেতু দুর্ঘটনায় ভারতীয় নাবিকদের ধন্যবাদ মার্কিন প্রশাসনের

এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ৬ জনের

নিউইয়র্ক, ২৭ মার্চ: আমেরিকার মেরিল্যান্ড প্রদেশের বাল্টিমোরে ভয়ংকর সেতু বিপর্যয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন ৬ জন। তাঁদের সকলেরই মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এই প্রাণহানির সংখ্যা আরও বাড়তে পারত। যদি না জাহাজে উপস্থিত ভারতীয় নাবিকরা ঠিক সময় 'মে ডে' বার্তা পাঠাতেন। এই তৎপরতার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

'ফ্রান্সিস স্কট কি' নামের ওই সেতু আমেরিকার এক বিখ্যাত সেতু। যার একটি ভিতে ধাক্কা মারে একটি মালবাহী জাহাজ। সঙ্গে সঙ্গে প্যাটাপস্কো নদীতে ভেঙে পড়ে অতিকায় সেতুটি। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, সোমবার গভীর রাতে ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সে সময় জাহাজটিতে ছিলেন ২২ জন ভারতীয় নাবিক। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটনার আগেই সকলে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা জাহাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। ধাক্কা মারার ঠিক আগে জাহাজটির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রশাসনকে সতর্ক করে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। তা না হলে আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এই তৎপরতার জন্য ভারতীয়দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। জাহাজে নিয়ন্ত্রণ হারানোর বার্তা পাঠানোর জন্য সকলেক ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেছেন, যত দ্রুত সম্ভব সেতুটি পুনর্নির্মাণের কাজ করা হবে।

তবে এই দুর্ঘটনায় জাহাজে উপস্থিত সকল ভারতীয় নাবিকই সুস্থ রয়েছেন। সেতুতে ধাক্কা লাগার পর তাঁরাও জলে নেমে উদ্ধারকার্যে হাত লাগান। সেই কারণে ভারতীয় ক্রুদের 'হিরো' আখ্যা দিয়েছেন মেরিল্যান্ডের মেয়রও। কিন্তু এখনও খোঁজ মেলেনি নিখোঁজ ৬ জনের। উদ্ধারকারীদের ধারণা, তাঁদের জীবিত থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রসঙ্গত, ১.৬ মাইল দীর্ঘ সেতুটির আশপাশের সবকটি রাস্তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এমনকী, সেতুর নিচ দিয়ে জলযানের চলাফেরাও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চলছে উদ্ধার কাজ। দুর্ঘটনার স্থানে উপস্থিত রয়েছে মার্কিন উপকূল রক্ষী বাহিনী। পাশাপাশি বাল্টিমোর পুলিশের একটি দলও সেখানে হাজির হয়ে উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে।

বিজাপুরের জঙ্গলে ৬ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার

ভোটের আগে বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর

রায়পুর, ২৭ মার্চ: লোকসভা নির্বাচনের আগেই নিরাপত্তা বাহিনীর বড় সাফল্য। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তুমুল সংঘর্ষ মাওবাদীদের। বুধবার ছত্তিশগড়ে মাওবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এনকাউন্টার অভিযান শুরু করে নিরাপত্তা বাহিনী। সংঘর্ষে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন মহিলা ক্যাডারও রয়েছেন। বর্তমানে জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।

জানা গিয়েছে, এ দিন সকালে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় মাওবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। চিকুরবাট্টি-পুসবাকা এলাকার কাছে জঙ্গলের গভীরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ খবর পাওয়া অবধি, ৬ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ডিআরজি, সিআরপিএফের ২২৯ বাহিনী ও কোবরা টিম মিলিতভাবে এই অভিযান চালিয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের আগেই মাওবাদী-নকশাল উপদ্রুত এলাকায় এই অভিযান বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে।

বাস্তার রেঞ্জের ইন্সপেক্টর জেনারেল সুন্দররাজ পি জানান, এ দি সকালেই যৌথ বাহিনী মাওবাদী দমন অভিযানে বের হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর দলে ছিল ডিস্ট্রিক রিজার্ভ গার্ড, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ও কোবরা বাহিনীর এলিট ইউনিট। চিকুরবাট্টি-পুসবাকা এলাকার কাছে জঙ্গলে প্রবেশ করতেই আড়াল থেকে হামলা করে মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনীও। শুরু হয় গুলির লড়াই। ঘণ্টাখানেক ধরে এনকাউন্টার চলার পর মাওবাদীদের দিক থেকে গুলি আসা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সংঘর্ষস্থলে তল্লাশি চালিয়ে এক মহিলা-সহ ৬ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়। এখনও তল্লাশি অভিযান চলছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ এপ্রিল প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচনেই বাস্তার লোকসভা কেন্দ্রে ভোট রয়েছে। তার আগেই এই অভিযান বড় সাফল্য বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফ্যাসিবাদী চিহ্নিত করে ব্রিটেনে নিগ্রহের শিকার ভারতীয় পড়ুয়া!

লন্ডন, ২৭ মার্চ: গত বছর ব্রিটেনে ভারতীয় দূতাবাসে খলিস্তানিদের হামলার পরে মাটিতে পড়ে থাকা ভারতীয় পতাকাকে তুলে ধরে সকলের নজরে এসেছিলেন সত্যন সুরানা। 'লন্ডন স্কুল অফ ইকনোমিক্সে'র ভারতীয় পড়ুয়া। এবার তিনি অভিযোগ তুললেন, তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে এবং 'ফ্যাসিবাদী' তকমা দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে এবছরের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের প্রচারে।

পুণের বাসিন্দা সত্যম সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। অভিযোগ করেছেন, কীভাবে ভোটাভুটি শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচার চালানো হয়েছিল। এমনকী তাঁকে 'বিজেপি'র সঙ্গে জুড়ে দিয়ে 'ফ্যাসিবাদী'ও বলা হয়েছে বলে অভিযোগ ওই তরুণ পড়ুয়ার।

ঠিক কী অভিযোগ ওই পড়ুয়ার? তাঁর দাবি, ভোট শুরুর ১২ ঘণ্টা আগে 'সুপরিকল্পিত' প্রচার শুরু হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিজেপির সমর্থক ও ফ্যাসিবাদী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে তাঁকে বয়কট করার আর্জি জানানো হয় সেই প্রচারে। এক্স হ্যান্ডলে এই কথা জানিয়ে সত্যম লিখেছেন, 'ওরা আমাকে হেনস্তা করতে চেয়েছে। কেন? কারণ আমি প্রধানমন্ত্রী মোদির সমর্থক। কারণ আমি বিজেপিকে সমর্থন করি। কারণ আমি রামমন্দির হওয়ার সময় সত্যিটা বলেছিলাম। কারণ আমি মোদির নেতৃত্বে ভারতের উন্নতিকে সমর্থন করেছিলাম। কারণ আমি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলাম। কারণ আমি ভারতের পক্ষে কথা বলেছিলাম।'

সত্যম একথাও বলেছেন, দেখুন, এটা আমার দেশ। আমি সব সময়ই আমাদের দেশের একজন আইনজীবীই থাকব। কী করে ভারতীয় রাজনীতি ব্রিটেনের ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে? আমার সরকারের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার ব্যক্তিগত মত।

সত্যম জানাচ্ছেন, কীভাবে তাঁর ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কোথাও কোথাও ছবির উপরে ক্রস এঁকে লিখে দেওয়া হয়েছে, আর যাঁকে ভোট দিন, সত্যমকে কখনওই নয়। যে তিনজন ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র সত্যমকেই এই নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৪/১৯, তারিখ ঃ ২৬.০৩.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত আইটেমগুলি সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রমিক সংখ্যা; টেন্ডার সংখ্যা;বর্ণনা; টেন্ডার মূল্যমান; ইএমডি** এবং **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১; ২০২২১০৪৪;** আইসিএফ ড্রইং নং ডিএমইউ/ডিপিসি-০-৪-০০১, সিওএল-II, অল্ট. এম/৮ (স্মল এম বাই ৮) অনুযায়ী এম/কোচ (মডিফায়েড বগি)-এর জন্য বগি বোলস্টার অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ৬৫,৮৭০ টাকা এবং ১১.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২; ১০২৪১৪০১;** প্যান্টোগ্রাফ-এর সাপোর্ট রড সিলিন্ডার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি; ০ টাকা; ০ টাকা। **৩; ১৫২৩৫১৮৫;** সিএএমসি সহ অটোম্যাটিক কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্টের সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা। **৪; ২০২৩১৩১৬;** আইসিএফ ড্রইং নং ডিএমইউ/ডিপিসি-০-৫-০০২, সিওএল-II, অল্ট জে/২ (স্মল জে বাই ২) এবং আইসিএফ স্পেসিফিকেশন নং আইসিএফ/এমডি/স্পেসি.-০৯৪, রীভ-০০ ইস্যু স্ট্যাটাস-০১, ০৯-০৭-১৯৮৮ অনুযায়ী এম/কোচ-এর জন্য লোয়ার স্প্রিং বীম অ্যারেঞ্জমেন্ট সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৮৪,৯৬০ টাকা এবং ১২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ থেকে ৪-এর জন্য)। **৫; ১০২৪৫০১৬;** সিঙ্গল ইন্টারাপ্টার ভ্যাক্যুয়াম সার্কিট ব্রেক; ০ টাকা; ৫৬,৯৮০ টাকা। **৬; ১১২৩১৫২৪এ;** ৬০ কেভিএ, ৭৫০ভি/৪১৫ভি, থ্রি ফেজ ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,০৩,৩২০ টাকা। **৭; ১৪২৩১০৩৪;** রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "কিউএল১", ম্যাগনেটিক্যালি ল্যাচড্, নিউট্রাল লাইন, ২৪ ভি ডিসি, ১১এফ, ৪বি, কন্ট্যাক্টস্, ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক কন্ট্যাক্টস্ মেটাল টু কার্বন, প্লাগ বোর্ড সহ কমপ্লিট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৭৫,০৭০ টাকা। **৮; ১৫২৩৫১৬৬;** টার্নকি ভিত্তিতে সংযুক্ত অ্যাক্সেসরি সহ (টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন-এ উল্লিখিত) রোলার বেয়ারিং ক্লিনিং প্ল্যান্ট সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ৩,৫৪,০০০ টাকা। **৯; ১৫২৩৫১৬৮এ;** অ্যানেক্সার/সিটিআইজিডব্লু এম/সি/আইজিবিটি/এসি-ডিসি/হরাইজন্টাল টাইপ/২০১৪ (রীভ-I)/কেপিএ অনুযায়ী এএমসি সহ কমিউটেটর টিআইজি ওয়েল্ডিং মেশিন (হরাইজন্টাল টাইপ) সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ (টার্নকি ভিত্তিতে); ০ টাকা; ১,৯০,০০০ টাকা। **১০; ১৫২৪৫০০৫;** ডিজেল হাইড্রলিক রেল কাম রোড ভেহিকল (শান্টিং ভেহিকল) সরবরাহ ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ৭,২৬,০০০ টাকা এবং ১৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৫ থেকে ১০-এর জন্য)। **১১; ১০২৩১১৩৭;** হিতাচি ট্র্যাকশন মোটর-এর জন্য সাসপেনশন টিউব-এর সেট ও অ্যাসেম্বলি;০ টাকা; ১২,৯৪,২৯০ টাকা। **১২; ১৫২৪৫০২৭;** ৫ অ্যাক্সিস সিএনসি ফিয়াট বগি ফ্রেম মেশিনিং সেন্টার ইত্যাদির সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ; ০ টাকা; ২০,০০,০০০ টাকা এবং ১৬.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১১ ও ১২-এর জন্য)। **১৩; ০৬২৩১৬৫৩বি;** কিউআর কোড থার্মাল পেপার টিকিট রোল সহ এটিভিএম সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা। **১৪; ১০২৩১৮২১;** মেসার্স হিতাচি টাইপ-এর ট্র্যাকশন মোটর এইচএস ১৫২৫০এ-এর জন্য কার্বন ব্রাশ ইত্যাদি; ০ টাকা; ১,৯২,৬৭০ টাকা। **১৫; ১১২৪১১০৮;** স্যুইভেল কোট হুক (থ্রি পিইজিএস) টিও ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ১৭.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৩ থেকে ১৫-এর জন্য)। **১৬; ০৪২৪৫০০৫;** অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী নর ব্রেমসে নির্মিত হাইড্রলিক ও নিউম্যাটিক আইটেম (১৭ আইটেম সমন্বিত একটি সেট) সংগ্রহ; ০ টাকা; ৫,৫৫,৬১০ টাকা। **১৭; ২১২৪১১২৮;** এয়ার ব্রেক-এর জন্য কন্ট্রোল রিজার্ভার সহ পাইপ ব্র্যাকেট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৭৪,৬৩০ টাকা। **১৮; ২২২৪৫২৯৩;** হাইলি ক্রস লিঙ্কড পিই বেয়ারিং সারফেস এবং ৩টি টাইটেনিয়াম স্ক্রু ও এইচএ কোটেড স্টেম সহ আনসিমেন্টেড ফুললি এইচএ কোটেড কাপ সহ ৩২টি সেরামিক হেড সমন্বিত টিএইচআর সেট; ০ টাকা; ৫১,৬৩০ টাকা এবং ১৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৬ থেকে ১৮-এর জন্য)। **১৯; ০৪২৩৫০২১এ;** আরডিএসও স্পেসি. নং এমপি-০.০৮.০০.১০৩ (রীভ.-০১) অফ এপ্রিল ২০১৮ অনুযায়ী মেইন ডিজেল ইঞ্জিন এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সমস্ত টাইপের স্পেয়ার ফিল্টার ও ব্রিদার সংগ্রহ; ০ টাকা; ৩,০৩,২২০ টাকা। **২০; ০৪২৪৫০০২;** গটওয়াল্ড ড্রইং অনুযায়ী জ্যাক/প্রপিং সিলিন্ডার ডি ২৬০/১৯০x৫০০ সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২১,০৭০ টাকা। **২১; ০৪২৪৫০০৩;** অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী ডিফারেন্সিয়াল সিলিন্ডার-এর সেট (০৩টি আইটেম)সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৩,২০০ টাকা। **২২; ০৮২২১১২৬;** অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড এমএইচএসি-পি ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৪৮,৬৬০ টাকা। **২৩; ১০২৪৫০১০;** টুইন বীম এলইডি হেড লাইট ইত্যাদি; ০ টাকা; ৪,৭৮,৬১০ টাকা। **২৪; ১১২৩১৫৯৮এ;** এফআরপি ডোর উইন্ডো গাইড অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৯,৫০০ টাকা। **২৫; ২০২৩১৮৮২বি;** আইসিএফ ড্রইং নং এমইএমইউ/টিসি-০-১-০০২ অল্ট. এফ/২ অথবা সাম্প্রতিকতম আরডিএসও স্পেসি. নং ডব্লুডি-০১-এইচএলএস-১৯৯৪ রীভ.৩ অফ জানুয়ারি ২০০৯, অ্যামেন্ডমেন্টস্লিপ নং-০৩ অফ জুন ২০২২ সহ, মেটিরিয়াল-আইএসঃ৩১৯৫ অনুযায়ী এমইএমইউ টিআর. কোচগুলির অ্যাক্সেল গাইড হেলিকল স্প্রিং সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৭১,৫৮০ টাকা এবং ২২.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৯ থেকে ২৫-এর জন্য)। **২৬; ১০২৩১৯১৯;** ৩-ফেজ লোকো-এর জন্য হাউসিং ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,২৮,৯৭০ টাকা এবং ২৩.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২৭; ১০২৩১১০৪;** স্পেয়ার্স-এর আইওএইচ কিট সংগ্রহ; ০ টাকা; ০ টাকা এবং ২৪.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট। **২৮; ১০২৪৫০০৭;** মোটর সহ ট্র্যাকশন মোটর ব্লোয়ার ইত্যাদি; ০ টাকা; ৬৬,০৮০ টাকা। **২৯; ১১২৩১১০০এ;** এফআরপি গাইড ফ্রেম অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি সংগ্রহ; ০ টাকা; ১,৩২,৯৯০ টাকা এবং ২৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৮ ও ২৯-এর জন্য)। **৩০; ১১২৩১২০১;** ফ্লেক্সিবল কেবল্ কমপ্লীট-এর জন্য কিট;০ টাকা; ১,০০,৭৮০ টাকা। **৩১; ১৫২৩৫১১৫এ;** ৬ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলেক্ট্রিক্যাল হিট ট্রীটমেন্ট ফার্নেস (স্ট্রেস রিলিভিং) সংগ্রহ; ০ টাকা; ২,৩৬,৫৪০ টাকা এবং ২৯.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩০ ও ৩১-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি সব ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির এবং অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-84/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

এক ম্যাচে ৫২৩ রান! লড়াই করে হার মুম্বইয়ের

রেকর্ড গড়ে ৩১ রানে জয়ী হায়দরাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৭৭ রান করেও স্বস্তির জয় পেল না সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। বড় রানের লক্ষ্য তাড়া করে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স তুলল ২৪৬ রান। হারল ৩১ রানে। হায়দরাবাদের মাঠে ৩৫ হাজার দর্শক দেখলেন একটা টি-টোয়েন্টি ম্যাচে উঠল ৫২৩ রান। তবুও কারও শতরান নেই।

টস জিতে হায়দরাবাদকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ড্য। আর তার পরেই তাণ্ডব শুরু করেছিলেন সেও দলের ব্যাটারেরা। শুরুটা করেছিলেন ট্রেভিস হেড। বিশ্বকাপ ফাইনালের নায়ক এ দিন খুনে মেজাজে ছিলেন। ২৪ বলে ৬২ রান করেন। ন'টি চার এবং তিনটি ছক্কা মারেন তিনি। অন্য ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল যদিও রান পাননি। তিনি ১১ রান করে আউট হয়ে যান তিনি। তিন নম্বরে নেমে অভিষেক শর্মা ২৩ বলে ৬৩ রান

করেন। সাতটি ছক্কা মারেন তিনি। তিনটি চার মারেন অভিষেক।

এডেন মার্করাম ২৮ বলে ৪২ রান করেন। মুম্বইয়ের কোনও বোলারই ছাপ ফেলতে পারেননি। তাঁদের দুর্দশা আরও বেড়ে যায় হেনরিখ ক্লাসেন মাঠে নামার পর। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ব্যাটার ৩৪ বলে ৮০ রান করেন। তিনি সাতটি ছক্কা তিনি। চারটি চার মারেন ক্লাসেন।

মুম্বইয়ের বোলারদের মধ্যে সব থেকে বেশি রান দিয়েছেন কোয়েনা মাফাকা। ৪ ওভারে ৬৬ রান দিয়েছেন তিনি। একটি করে উইকেট নেন হার্দিক পাণ্ড্য, জেরাল্ড কোয়েটজি এবং পীযূষ চাওলা। কিন্তু রান আটকাতে পারেননি কেউ।

হায়দরাবাদ ২৭৭ রান তোলার পর মনে করা হয়েছিল তারা হয়তো খুব সহজেই জিতবেন। কিন্তু তা হয়নি রোহিত শর্মা, ঈশান পোড়েল, তিলক বর্মা, টিম ডেভিডেরা বিধ্বংসী মেজাজে খেলায়। রোহিত ১২ বলে ২৬ রান করেন। ঈশান ১৩ বলে ৩৪ রান করেন। ৩৪ বলে ৬৪ রান করেন তিলক। ২২ বলে ৪২ রান করেন ডেভিড। কিন্তু মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক করেন ২০ বলে ২৪ রান। তাঁকেই মন্থর মনে হচ্ছিল বাকিদের তাণ্ডবে। শেষ পর্যন্ত যদিও দলকে জেতাতে পারেননি ডেভিডেরা। ৩১ রানে হারল মুম্বই। এখনও জয় অধরা মুম্বইয়ের।

মোস্তাফিজকে এখন নিয়মিত একাদশে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাতিশা পাতিরানা ফিরলে মোস্তাফিজুর রহমানের জায়গা হবে তো, গুজরাট ম্যাচের আগে এমন একটা প্রশ্ন ছিল। প্রথম ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হওয়ায় মোস্তাফিজকে উপেক্ষা করতে পারেনি চেন্নাই সুপার কিংস। গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে চেন্নাইয়ের একাদশে তাই ছিলেন মোস্তাফিজ। ছিলেন পাতিরানাও, তবে তিনি ম্যাচের বোলিং ইনিংসের আগে শিবম দুবের ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে নেমেছিলেন। গতকাল এই দুই পেসার এতটাই দুর্দান্ত বোলিং করেছেন, এখন যেকোনো একজন নয়, চেন্নাইয়ের একাদশে দুজনকেই দেখতে চান ইরফান পাঠান,টম মুডিরা।

গতকাল শুরুর দুই ওভারে মোস্তাফিজ ২৩ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। তবে 'ডেথ ওভারে' নিজের শেষ স্পেল করতে এসে দারুভাবে ঘুরে দাঁড়ান মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার এই ২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ফেরান গুজরাট টাইটানসের দুই হার্ড হিটার রশিদ খান আর রাহুল তেওয়াতিয়াকে।

অন্যদিকে ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ পাতিরানাও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। ৪ ওভার বল করে রান দিয়েছেন ২৯, উইকেট নিয়েছেন ১টি। এর মধ্যে শেষ দুই ওভারে রান দিয়েছেন ১৫। অর্থাৎ ডেথ ওভারে এই দুই ফাস্ট বোলার ৪ ওভারে মাত্র ২২ রান খরচ করেছেন। এ কারণেই

দুজনকে একসঙ্গে দলে চান ইরফান ও মুডি।

গুজরাট ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়া মহীশ তিকশানা কার জায়গায় একাদশে ফিরতে পারবেন, এমন প্রশ্নে ইএসপিএন ক্রিকইনফোর ম্যাচ,পরবর্তী অনুষ্ঠানে মিচেল ম্যাকলেনাহান বলেছেন, 'সে হয়তো ফিরবে। তবে এই মুহূর্তে যে উইকেট দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে না সে এখনই ফিরবে। মোস্তাফিজুর শেষ দিকে যে দুটি স্লোয়ার বল করেছে, দুর্দান্ত ছিল। উইকেটেও খুব বেশ সহায়তা ছিল না। পাতিরানাও খুব জোরে বল করেছে।'

ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান বলছেন, 'কোনো না কোনোভাবে চেন্নাইয়ের এমন কম্বিনেশনে খেলা উচিত, যেন দুজনেই খেলতে পারে। যদি দুজন না খেলে তাহলে ডেথ ওভারে একজন ভালো করবে, অন্য প্রান্ত থেকে একজনকে মিস করতে হবে। যদি মোস্তাফিজ বা পাতিরানার মধ্যে যেকোনো একজনকে খেলানো হয়, তাহলে শেষে তুষার দেশপান্ডেকে খেলাতে হবে, যার ইকোনমি ১০ এর বেশি বা কাছাকাছি।'

অন্যদিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সাবেক কোচ মুডিও মনে করছেন একাদশে এই দুই পেসারই থাকবেন, 'তিকশানা আবার দলে ফিরবে, তবে মনে হয় না সেটা দুই পেসারের কারও পরিবর্তে। তারা ভারতের ব্যাটিংয়ের ওপর নির্ভর করে। এমএস, জাদেজা তো উইকেটে সময়ই পাচ্ছে না। এটি নিশ্চিতভাবেই তাদের বোলিংকে সত্যিকারের হুমকিতে পরিণত করবে।' মোস্তাফিজদের পরের ম্যাচে ৩১ মার্চ, দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে, তাদের মাটিতে।

ধোনিদের কাছে হারের পর আরও চাপে শুভমন, জরিমানা হল গুজরাতের অধিনায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার আইপিএলে চেন্নাইয়ের কাছে হেরে গিয়েছে গুজরাত। অধিনায়ক হিসাবে আইপিএলে প্রথম হারের মুখ দেখতে হয়েছে শুভমন গিলকে। ম্যাচের পর আরও চাপে পড়েছেন তিনি।

আইপিএলের তরফে তাঁকে ১২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দলের মন্থর ওভার রেটের জন্যই জরিমানা হয়েছে।

আইপিএল পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে এ কথা।

এ বারের প্রতিযোগিতায় শুভমনের এটা প্রথম অপরাধ বলে সর্বনিম্ন জরিমানা হয়েছে। আগামী দিনে একই অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানার মাত্রা বাড়তে পারে। ফলে সাবধানে থাকতে হবে শুভমনকে।

গত রবিবার ঘরের মাঠে মুম্বইকে হারিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল গুজরাত। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই মুখ থুবড়ে পড়েছে ২০২২-এর বিজয়ীরা। চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে গুজরাত দাঁড়াতেই পারেননি। বল হাতে দুশোর উপর রান হজম করা তো বটেই, ব্যাট হাতেও কেউ প্রতিরোধ গড়তে ব্যর্থ। শুভমন নিজেও ব্যাট হাতে কিছু করতে পারেনি।

উল্টো দিকে, রাচিন রবীন্দ্র, রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং শিবম দুবের ইনিংসে ভর করে ২০৬ রান তোলে চেন্নাই। পরে বল হাতে বাজিমাত করেন মুস্তাফিজুর রহমান, দীপক চাহারেরা।

পিছিয়ে পড়েও কোস্টারিকাকে হারাল দি মারিয়ারা

আর্জেন্টিনা	৩
কোস্টারিকা	১

নিজস্ব প্রতিনিধি: হত্যার হুমকি মাথায় নিয়ে ফুটবল খেলতে কার ভালো লাগে? শঙ্কা ছিল তাই কোস্টারিকার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি আনহেল দি মারিয়া খেলবেন কি না! আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি আগেই নিশ্চিত করেছিলেন, লস অ্যাঞ্জেলসের মেমোরিয়াল স্টেডিয়ামে আজকের ম্যাচে একাদশে থাকবেন বেনফিকা উইঙ্গার। তবু মনের ভেতরকার দুশ্চিন্তা তো এড়ানো যায় না। কিন্তু আর্জেন্টিনার জার্সিতে দি মারিয়া যেন অন্য ধাতে গড়া মানুষ! দলের প্রয়োজনে সর্বস্ব নিংড়ে দেন।

ম্যাচের ৫১ মিনিট পর্যন্ত আর্জেন্টিনা পিছিয়ে ছিল ১-০ গোলে। একটি গোলের খোঁজে হন্যে ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। পরের মিনিটেই মিলেছে ফ্রি কিক। চোটের কারণে লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিতে ফ্রি কিকটা দি মারিয়াই নিয়েছেন। একদম 'স্নাইপার' এর নিশানায় কোস্টারিকা গোলকিপার কেইলর নাভাসের বাঁ পাশ দিয়ে গোল! ফ্রি কিক থেকে আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটা তাঁর প্রথম গোল।

আর্জেন্টিনা ১-১ গোলে সমতায় ফেরার পর জয়সূচক গোলটা পেয়েছে ৪ মিনিট পরই।

৫৬ মিনিটে 'ট্রিপল হেড' থেকে

এই গোল পেয়েছে আর্জেন্টিনা। নিকোলাস ওতামেন্দির হেড পান নিকোলাস তালিয়াফিকো। তাঁর হেড কোস্টারিকার পোস্টে লেগে ফিরে এলেও ফিরতি বলে হেড করে গোল করেন আর্জেন্টিনার মিডফিল্ডার অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। কোস্টারিকার জালে আর্জেন্টিনার শেষ গোলটি স্ট্রাইকার লাওতারো মার্তিনেজের। ৭৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রদ্রিগো দি পলের পাস পেয়ে গোল করেন ইন্টার মিলান তারকা। গত ১৮ মাসের মধ্যে আর্জেন্টিনার জার্সিতে এটা তাঁর প্রথম গোল। ১৬ ম্যাচ পর (৭৭৬ মিনিট) জাতীয় দলের হয়ে গোল করলেন তিনি।

৩-১ গোলের জয়ে কোস্টারিকার বিপক্ষে অজেয় থাকার ধারাবাহিকতাও ধরে রাখল আর্জেন্টিনা। এ নিয়ে আটবারের মুখোমুখিতে ষষ্ঠ জয় পেল আর্জেন্টিনা। বাকি দুটি ম্যাচ ড্র হয়েছে। এর পাশাপাশি কোপা আমেরিকার প্রস্তুতি হিসেবে আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি প্রীতি ম্যাচেই জয় পেল আর্জেন্টিনা। বাংলাদেশ সময় গত শনিবার এল সালভাদরের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে স্কালোনির দল। আজকের ম্যাচটা স্কালোনির জন্য অবশ্য অতীতের এক স্মৃতিতে ফেরার উপলক্ষ ছিল। আর্জেন্টিনা কোচ হিসেবে ২০১৮ সালে এ মাঠেই নিজের প্রথম ম্যাচে গুয়াতেমালার বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় পেয়েছিল স্কালোনির আর্জেন্টিনা।

সেই লস অ্যাঞ্জেলস মেমোরিয়ালে ফিরে স্কালোনি কিন্তু হারের দুশ্চিন্তায় ছিলেন। প্রথমার্ধে আর্জেন্টিনাই দাপট ছড়িয়েছে। গোলের বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করেছিলেন দি মারিয়া, আলেহান্দ্রো গারনাচো ও হুলিয়ান আলভারেজরা। কিন্তু ৩৪ মিনিটে ম্যাচের ধারার বিপরীতে গোল হজম করে বসে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় আর্জেন্টিনা।

র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৪তম কোস্টারিকার খেলোয়াড়েরা একটু নিচে নেমে রক্ষণ সামলেছে, আর ভরসা রেখে ছিল নিজেদের প্রতি আক্রমণে ওঠার দক্ষতায়। ঠিক এভাবেই আলভারো জামোরা বাঁ প্রান্ত দিয়ে বল টেনে আর্জেন্টিনার বক্সের বাইরে থেকে শট নিয়েছিলেন। নিয়মিত গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেজের জায়গায় অভিষিক্ত ওয়াল্টার বেনিতেজ শটটি সেভ করলেও বল হাতে রাখতে পারেননি। ডান প্রান্ত দিয়ে ভেতরে ঢোকা কোস্টারিকা ফরোয়ার্ড মানফ্রিদ উগালদে এই সুযোগে ফিরতি বলে গোল করেন। গত পাঁচ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে এটাই প্রথম গোল হজম আর্জেন্টিনার। সর্বশেষ ২০১৯ সালে তেল আবিবে উরুগুয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে (২-২) গোল হজম করেছিল স্কালোনির দল। মাঝে ৯ ম্যাচে লাতিন দলটির জাল অক্ষতই ছিল।

এই ম্যাচের একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি। বেনিতেজের পাশাপাশি এ ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনার জার্সিতে অভিষেক ঘটেছে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ভ্যালেন্তিন কারবোনির। ৮২ মিনিটে দি মারিয়ার বদলি হিসেবে মাঠে নামেন ১৯ বছর বয়সী কারবোনি। এল সালভাদর ম্যাচের একাদশে ছয়টি পরিবর্তন এনে কোস্টারিকার বিপক্ষে একাদশ সাজান স্কালোনি। বেনিতেজের পাশাপাশি আজ একাদশের হয়ে মাঠে নামেন নাহুয়েল মলিনা, ওতামেন্দি, ম্যাক অ্যালিস্টার, আলভারেজ ও গারনাচো।

এখনও চেন্নাই মানেই ধোনি

প্রতি পদে বুঝিয়ে দিচ্ছেন সতীর্থেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চলতি মরসুমে অন্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। এ বারের প্রতিযোগিতার আগে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব ছেড়েছেন তিনি। কিন্তু এখনও যে তিনিই চেন্নাইয়ের সব, তা প্রতি পদে বুঝিয়ে দিচ্ছেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবেরা। গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়ে দু'জনেই ধোনির নাম নিয়েছেন।

ঘরের মাঠে গুজরাতকে ৬৩ রানে হারিয়েছে চেন্নাই। ধোনিদের হয়ে ব্যাট হাতে ২৩ বলে ৫১ রানের ইনিংস খেলেছেন শিবম। তিনিই হয়েছেন ম্যাচের সেরা। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার শিবমের ভাল খেলার নেপথ্যে যে ধোনিই রয়েছেন তা ম্যাচ শেষে জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের নতুন অধিনায়ক রুতুরাজ। তিনি বলেন, শিবম দলের হয়ে খেলেছে। ওর সঙ্গে ধোনি ভাই নিজে সময় কাটিয়েছে। শিবমের দায়িত্ব ওকে বুঝিয়েছে। তাতে শিবমের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। এই ম্যাচে ওর ব্যাটিংয়েই সেটা দেখা গিয়েছে।দ

একই কথা শোনা গিয়েছে ম্যাচের সেরা শিবম। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি বাকি সব দলের থেকে আলাদা। এই দল আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি সে ভাবেই নিজেকে তৈরি করেছি। ধোনি ভাই আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। চেন্নাইয়ের পিচে কী ভাবে

খেলা উচিত সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। নিজের উপর বিশ্বাস রেখেছি। এই ম্যাচে শুরু থেকেই বড় শট খেলতে চেয়েছিলাম। সেটা পেরেছি।

এ বারের আইপিএলে চেন্নাইয়ের অধিনায়ক বদল হলেও শুরুটা ভাল হয়েছে ধোনিদের। প্রথম দুই ম্যাচেই জিতেছে তারা। প্রথম ম্যাচে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পরে দ্বিতীয় ম্যাচে গুজরাতের মতো শক্তিশালী দু'টি দলকে হারিয়েছেন ধোনিরা। এ বার ফাইনাল চেন্নাইয়ে। সেখানে আইপিএল জিতে অবসর নেওয়ার ভাবনা রয়েছে ধোনির। সেই পথেই এগিয়ে চলেছে চেন্নাই।

শামির অভাব টের পাচ্ছে গুজরাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের কাছে হেরে গিয়েছে গুজরাত। মরসুমে প্রথম বার শুভমন গিলের দলের। তার পরেই শিবিরে উঠে এসেছে মহম্মদ শামির নাম। ম্যাচের পর দলের বোলার মোহিত শর্মা স্বীকার করে নিয়েছেন, শামির মতো বোলারের অভাব টের পাচ্ছেন তাঁরা। বাংলার বোলারের শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয়।

গোড়ালিতে অস্ত্রোপচারের কারণে এ বারের আইপিএলে খেলতে পারছেন না শামি। সেই প্রসঙ্গে মোহিত বলেছেন, তবে কোনও দলই শামিকে মিস্ করবে। কোনও ক্রিকেটারকে দিয়েই ওর অভাব ঢাকা যায় না। কিন্তু চোট বিষয়টা সবারই নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কী ভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, সেটা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের।গুজরাত এ বার স্পেন্সার জনসন এবং আজমাতুল্লাহ ওমরজাইকে নিয়েছে। দু'জনেরই

এটা প্রথম মরসুম। তাই মোহিতের পরামর্শ, এখনই তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। ধৈর্য রাখতে হবে। মোহিত বলেছেন, কত রান বোলার দিয়েছে বা ম্যাচের ফলাফল কী হয়েছে, এটা মাথায় রাখলে চলবে না। নিজেদের পরিকল্পনা কতটা কাজে লাগাতে পারছি এবং কী ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি সেটা নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছি। আশা করি আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে এর সুফল টের পাওয়া যাবে।

বিশ্বকাপের আগে আবার পাকিস্তানের অধিনায়ক হতে পারেন বাবর আজম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে গত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর অনেকটা জোর করেই অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাবর আজমকে। এর আগপর্যন্ত পাকিস্তানের তিন সংস্করণেই অধিনায়ক ছিলেন। বাবরকে সরিয়ে টি-টোয়েন্টিতে শাহিন শাহ আফ্রিদি ও টেস্টে শান মাসুদকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রায় এক বছর পাকিস্তানের কোনো ওয়ানডেতে নেই বলে তখন ওয়ানডের অধিনায়ক ঘোষণা করা হয়নি। ঘোষণা করা হয়নি এখনো।

এখন শোনা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে বাবর নাকি আবার পাকিস্তানের অধিনায়কত্বের দায়িত্বে ফিরতে পারেন। খবরটি জানিয়েছে পাকিস্তানের ওয়েবসাইট ক্রিকেট পাকিস্তান। এর আগে এই ওয়েবসাইটই অধিনায়ক আফ্রিদির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কথা জানিয়েছিল।

প্রাথমিকভাবে আফ্রিদির জায়গায় নতুন অধিনায়ক হিসেবে মোহাম্মদ রিজওয়ানের নাম শোনা গিয়েছিল। তবে ক্রিকেট পাকিস্তানের তথ্য সঠিক হলে পিসিবি আরও একবার বাবরের ওপর ভরসা রাখতে চাইছে। যদিও বাবর এখনো তাঁর মতামত জানাননি বলেই খবর। এর আগে তাঁকে যেভাবে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে আবার অধিনায়ক হতে বাবরের মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকাই স্বাভাবিক। বাবর নাকি বোর্ডের কাছে কিছু বিষয়ের নিশ্চয়তা চাইছেন।

এখন পর্যন্ত আফ্রিদির অধীন

পাকিস্তান খেলেছে মাত্র একটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাতে ৪-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আফ্রিদির নেতৃত্ব নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়ে পিএসএলে আফ্রিদির দলের ভরাডুবির পর। আগের দুই মৌসুমে লাহোর কালান্দার্সকে শিরোপা জেতানো আফ্রিদির ওপর এবারও ভরসা করেছিল পিসিবি। তবে এবারের পিএসএলে আফ্রিদির দল আট ম্যাচের মধ্যে জিততে পেরেছে মাত্র একটি।

গত ২৫ মার্চ নতুন নির্বাচক কমিটি ঘোষণার সময় আফ্রিদির ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে পিসিবির প্রধান মহসিন নাকভি বলেছিলেন, 'এমনকি আমিও জানি না, কে অধিনায়ক হবে। শাহিন চালিয়ে যাবে, নাকি নতুন একজন আসবে, সেটি ফিটনেস ক্যাম্পের পর ঠিক করা হবে। বেশ কয়েকটি কৌশলগত ব্যাপার বিবেচনা করব আমরা, যেগুলোর বিস্তারিত কিছু এখন বলছি না। আমরা দীর্ঘমেয়াদি সমাধান চাই;সেটি শাহিন হোক বা নতুন কেউ। এরপর আমরা তার ওপরই ভরসা করতে চাই, একটা ম্যাচ হারলেই অধিনায়ক বদলাতে চাই না।' এর পর থেকেই গুঞ্জনের ডালপালা আরও মেলতে শুরু করে।

কয়েক দিন আগে অবসর থেকে ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছেন মোহাম্মদ আমির ও ইমাদ ওয়াসিম, যাঁরা দুজনই বাবরের সবচেয়ে বড় দুই সমালোচক। গত ওয়ানডে বিশ্বকাপে এই দুজন একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বাবরকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে বাবরের জায়গা নেই বলেও মত দিয়েছিলেন। বাবর অধিনায়ক হিসেবে ফিরলে এই দুজন ফিরতে পারবেন কি না, এটা একটা প্রশ্ন। ফিরলেও তখন তাঁদের সম্পর্ক কী হবে, এ নিয়ে কৌতূহল তো থাকবেই।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**